খাওয়া হয়। প্রাণপরিত্রাণের আর কিছু উপায় নাই আত্ম রক্ষা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। আপাত ক্ষণিক সুখদ পরিশেষে আত্য ন্তিক দুখদ যে এই ইঁদুর খাওয়া তাহা সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য। যখন এ উন্দুরু দ্বার করিয়া বাহির হবে তখন আমিও সেই ছিদ্র দিয়া নির্গত হইয়া এ ইন্দুরকেও খাইতে পারিব এবং আপ নিও বাঁচিব। অতএব এইক্ষণে ইহাকে খাওয়া ভাল নয় অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম যথাকালে করিলেই ফলজনক হয় অকালে কোন কর্ম্ম করিলে অফল হয় কোন কর্ম্ম বা বিপরীতফলক হয় অতএব সম্প্রতি মূষিকের সঙ্গে সম্প্রীতি করা উচিত হয়। এইরূপ মনে করিয়া সর্প ইঁদুরকে কহিল হে মূষিক দেখ কা লের আশ্চর্য্য কুটিল গতি তুমি আমার ভোগ্য আমি তোমার ভোক্তা তোমার আমার সহবাস এ দুর্ঘটঘটনাও ঘটিল। যদ্য পি তুমি আমাহইতে ভীত হইয়া পেটিকাতে লুক্কায়িত হই য়াছ এবং আমিও তোমাকে ভক্ষণ করিব এই আকাঙ্ক্ষামাত্রে পেকাটিতে প্রবিষ্ট হইয়াছি তথাপি এপর্য্যন্ত দোঁহার উপকার অপকারহেতুক মিত্রতা শত্রুতা কিছু হয় নাই কিন্তু সমভাবই আছে। অতএব এক্ষণে উপকার করিলে প্রীতিহইতে পারে ও অপকার করিলেও অপ্রীতি হইতে পারে। আমি তোমাকে এক্ষণে খাইলে খাইতে পারি তুমি আমাকে নিবারণ করিতে পার না। অতএব তোমার মৃত্যু নিশ্চিত আমার মৃত্যু পশ্চা দ্ভাবী অনিশ্চিত। এক্ষণে তুমি আসন্ন মরণভয়েতে অত্যন্ত সন্তপ্ত আমিও ভাবি মরণ শঙ্কাতে উত্তপ্ত অতএব উত্তপ্ত লৌহ খণ্ডদ্বয়ের ন্যায় উত্তপ্ত আমারদের দুএর সন্ধিপ্রাপ্তকাল বটে। আমি তোমাকে অভয় দিয়া প্রাণদান করিলাম। তুমি নির্ভয় হইয়া পেটিকা কাটিয়া পথ করিয়া আত্মপ্রাণ রক্ষা করিয়া আ মারও রক্ষা কর। তুমিও বুদ্ধিমান বট মনে যুক্তি করিয়া এক্ষ ণে যাহাতে হয় তাহা ভদ্র কর।

ইঁদুর সর্পের এই কথা শুনিয়া মনে বিচার করিয়া সর্পজাতি খলস্বভাব কদাচ বিশ্বসিতব্য নয় কিন্তু এক্ষণে স্বীয় প্রাণরক্ষারূপ কার্য্যউদ্ধারার্থে নম্র হইয়াছে জীবন পাইলেই উদ্ধত হইবেক যেহেতুক দুর্জনব্যক্তি মৃন্ময় ঘটেরন্যায় যেমন মৃত্তিকার ঘট কূপ হইতে জীবন অর্থাৎ জল গ্রহণরূপ কার্য্যউদ্ধারকালে নম্র হইয়া

থাকে পশ্চাৎ জীবন অর্থাৎ জলপ্রাপ্তি হওয়ামাত্রেই উপরে উঠে। এমনি দুষ্টস্বভাব লোকেরাও জীবন অর্থাৎ জীবনোপায় প্রাপ্তির নিমিত্তে উপাস্য লোকের নিকটে অত্যন্ত নত হইয়া থাকে। পরে জীবনপ্রাপ্তি হইলেই পূর্ব্বউপাস্যের মস্তকের উপরে উঠে অর্থাৎ স্বযোগ্যতা খ্যাপন করিয়া তৎকৃত উপকার মানে না। অতএব সাধুলোকের অপকার ও দুর্জনের উপকার করাতে শেষ ভাল হয় না কিন্তু আমার স্বপ্রাণরক্ষার্থে পেটিকা কাটিয়া পথ করার আবশ্যকেতে যদি এ সর্পেরও উপকারজ্ঞানে ইহার মুখ হইতে দ্বার করাপর্য্যন্ত আমি বাঁচি তবে এইক্ষণে আমার এই পরম লাভ। ক্ষণমপি সুখং যতক্ষণ বাঁচি সেই ভাল পশ্চাৎ ঈশ্বরের মনে যেরূপ থাকিবে তাহাই হবে ভবিষ্যদর্থে প্রমাণ কি। নাজানি কোনক্ষণে কি হয়। কালস্য কুটিলা গতিঃ অনুপস্থিত কল্পনাতে উপস্থিত ত্যাগ করা নয়। মূষিক মনেং এই পরামর্শ করিয়া পেটিকার উপরি ভাগে বাহিয়া উঠিয়া এক ছিদ্র করিয়া দূরে লম্ফদিয়া পড়িয়া পলায়ন করিল। সর্প মূষিক ভক্ষণ প্রত্যাশাতে অত্যন্ত ব্যগ্রতাপ্রযুক্ত সেই পথে শীঘ্র নির্গত হইতে না পারিয়া গৌণে বহির্গত হওয়ামাত্রে জীবন রক্ষণের উপায়কারি মূষিকের প্রাণবিনাশ আকাঙ্খাতে অত্যুৎকট অপরাধে ঐ বিপ্রবধূ লগুড়প্রহারে মস্তকটা চূর্ণ করিল।

ব্যাঘ্র কহিল হে ব্রাহ্মণ যে কোনরূপে মহোপকারকের হিংসা যে করে তাহার সর্ব্বনাশ অবশ্য হয়। অতএব তুমি যদি আমার হিতৈষী হও তবে আমিও তোমার দ্রোহ এ শরীর ধারণে কখনো মনেতেও করিব না বরং প্রত্যুপকার সতত করিব। যে ব্যক্তি উপকর্ত্তার প্রত্যুপকারী না হয় অথবা অপকারক হয় কিম্বা কৃতোপকার স্মরণ না করে তাহার অপলাপ করে অর্থাৎ না মানে কিম্বা মহোপকার অল্প করিয়া মানে ও কহে সে ব্যক্তি কৃতঘ্ন হয়। ব্রহ্মঘ্নে নিষ্কৃতিঃ প্রোক্তা কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ। ইহার অর্থ ব্রহ্মহত্যাকারির নিষ্কৃতি অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রে কথিত আছে। কৃতঘ্নের নিষ্কৃতি উক্ত নাই। যে কারণে কৃতঘ্ন ব্যক্তি কৃতপ্রায়শ্চিত্ত হইলেও সজ্জনেরদের ব্যবহার্য্য হয় না। অতএব কৃতঘ্নতাপাপ মহাপাতক হইতেও বড় বিশিষ্ট লোকের প্রাণ বিয়োগেও কর্ত্তব্য নয়। আরও শুন এ

জগতের পিতা উপকার ও মাতা দয়া এই উপকার ও দয়ারূপ প্রকৃতি পুরুষের নিত্য সংযোগ এ সংসারের ধারণহেতুক নানাবিধ ধর্ম্মসন্তান জন্মিয়া সাধুপুরুষেরদের ইহলোক পরলোক অনুচর হয়। পতিপ্রাণাপত্নীর প্রায় এই দয়ারূপা সতী স্ত্রী উপকাররূপ স্বীয় স্বামির সদা সহবর্ত্তিনী হয়। অতএব পরোপকাররত যে সেই দয়ালু হয় ও যে দয়ালু সেই পরোপকারী। আর যে শরীরে পরোপকার নাই তাহাতে দয়াও নাই। এবং যাহাতে দয়া নাই তাহাতে পরোপকারও নাই। অতএব হে ব্রাহ্মণ তুমি বিদ্বান ও সদ্বংশজাত এবং সাত্ত্বিক স্বভাব। আমি ব্যাঘ্রজাতি যদ্যপি মনুষ্যজাতির অনিষ্টকারী হই তথাপি তোমার সাধুস্বভাবপ্রযুক্ত তোমাহইতে আমার উপকার হইতে পারিবে। যেহেতুক উত্তমেরা অহিতকারিরও হিতকারী হন। ব্যাঘ্রের এইবাক্যে ব্রাহ্মণ কহিলেন হে ব্যাঘ্র তুমি যাহা কহিলে সে সকল বাস্তব বটে কিন্তু সম্প্রতি এ সংসারে এমত লোক অনেক দেখিতেছি যে বাক্যমাত্রে ধর্ম্মপ্রস্তাব করত স্বধার্ম্মিকতা খ্যাপন লোকের কাছে করে কার্য্যকালে পুনঃস্বীয় স্বভাবের বাধ্য হইয়া ধর্ম্মবিরুদ্ধআচরণ করে।

সাধুজনের উপকার ও নীচ লোকের অপকার যেরূপ হয় তাহা কহি শুন। এক কবি বিক্রমরাজের সভাতে এক সমস্যা অর্থাৎ সংক্ষিপ্তার্থ কথা পূরণ করিতে আনিয়া দিল সে সমস্যা এই বিন্দু সিন্ধুর সমান ও সিন্ধুবিন্দুর তুল্য এই সমস্যার পূরণ কালিদাস করিলেন যে সাধুর উপকারেতে ও নীচের অপকারেতে অর্থাৎ সাধুজনেরা অত্যল্প উপকারকে অতিবড় করিয়া মানেন দুর্জনেরা মহোপকারকে অতিক্ষুদ্র করিয়া জানে এই নিমিত্তে কুবংশ্য দুষ্টস্বভাব খলের উপকার করিলে পশ্চাৎ অমঙ্গল হয়।

এই বিষয়ে এক কথা কহি শুন। পাটলিপুত্র নগরে সাধুশীলনামে এক আঢ্য মহাজন ছিল। তাহার প্রতিবাসী কিঞ্চিদ্ধনবান মাৎসর্য্যমত্ত নামে অন্য এক মহাজন থাকিত। সে ঐ সাধুশীলের নিষ্কপট ধর্ম্মবলে দিনে২ ধন পুত্রাদিতে সমৃদ্ধি দেখিয়া মনোদুঃখে ঈর্ষাতে সাধুশীলের অনিষ্টচিন্তা ও সর্ব্বদা

দ্রোহ করত উত্তরোত্তর দৈন্যদশাগ্রস্ত হইয়া অন্নবস্ত্রাভাবে পরিজন পোষণে অসমর্থ হইয়া পরিবারদিগকে বন্ধুগৃহে স্থাপন করিয়া লেকড়া পরিয়া দ্বারে২ ভ্রমণকরত কালযাপন করে। দৈবাৎ একদিবস সাধুশীল তাহাকে তদ্রূপ দুরবস্থাপন্ন দেখিতে পাইয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া তাহাকে হস্তে ধরিয়া স্বগৃহে লইয়া গিয়া ভৃত্যবর্গকে তৎসেবার্থ নিযুক্ত করিয়া দিয়া অত্যুত্তম গ্রাসাচ্ছাদনদানে প্রতিপালন করত তাহাকে নিজমন্দিরে রাখিলেন। এবং প্রত্যহ আপনি মিষ্টবচনে সান্ত্বনা করেন এইরূপে সাধুশীলকর্তৃক নিত্য পরিপোষণে সুরক্ষিত হইয়া ও ঐ মাৎসর্য্যমত্ত স্বীয় দোষক্রমে সাধুশীলের অকল্যাণ ভাবনা প্রতিদিন প্রতিক্ষণ করে কোনমতে তাহার কিছু দ্রোহ করিতে না পারিয়া একদা মনে২ পরামর্শ করিয়া এই স্থির করিল যে ইহার অন্নে পরিপুষ্ট শরীর হইয়া জীবন হইতে বরং আমার মরণ ভাল ইহার অপকার যদি কোনরূপে করিতে না পারিলাম তবে আমার বাঁচিয়া থাকার ফল কি। অতএব আমাকেই কোন প্রকারে মরিতে হইল কিন্তু এমন মরিবো যে যাহাতে ইহার সর্ব্বনাশ হয় এই মনে করিয়া রাত্রিকালে সাধুশীলের বাটীর উদ্যানে খিড়কির দ্বারের নিকটে স্বমার্গ ছিদ্রে এক শূল প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া প্রাণত্যাগ করিয়া পড়িয়া থাকিল। প্রাতে রাজকীয় প্রহরিরা অর্থাৎ চৌকিদারেরা দেখিতে পাইয়া রাজসাক্ষাৎ নিবেদন করিল। রাজা সাধুশীলের সহিত তাহার যে পূর্ব্ব বিরোধ ছিল লোকদ্বারা তাহার অনুসন্ধান পাইয়া সাধুশীলের দ্বারা তাহার মৃত্যু অনুমান করিয়া সর্ব্বস্ব দণ্ড করিয়া সাধুশীলকে স্বদেশহইতে দূর করিয়া দিলেন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন হে ব্যাঘ্র দুর্জনের উপকার কর্ত্তব্য নয় দুর্দান্ত দুষ্ট লোকেরা উপকার প্রাপ্ত হইয়াও শান্ত হয় না কিন্তু প্রত্যপকারেতেই জব্দ হয়। তুমি অত্যন্ত বিয়া পাগলা নতুবা আমি মনুষ্যজাতি আমার কাছে মনুষ্যখাদক ব্যাঘ্রজাতি হইয়া সম্বন্ধ নির্ণয়ার্থ তুমি কেন আসিতা। বিবাহব্যগ্রেরদের ব্যবহার এইরূপই হয় কেবল তোমার নয়। ভাল যদ্যপি আসিয়াছ তবে আমার চেষ্টাতে যেপর্য্যন্ত হয় তাহা অবশ্য হইবে কএক দিবস প্রতীক্ষা কর। অদ্য আমার পারিতোষিক যৎকিঞ্চিৎ যাহা

আনিয়াছ তাহা ঐখানে রাখিয়া যাও অন্য এক দিন আসিও আমি তোমার সম্বন্ধের চেষ্টা করিতেছি তবে নিশ্চয় কহিতে পারি না তোমার অনধিকার চর্চ্চাফলে কিপর্য্যন্ত হইয়া উঠে। বিবাহব্যাকুল ব্যাঘ্র ব্রাহ্মণের সুপক্ব বদরীফলের ন্যায় অন্তর্দৃঢ় বহির্মধুরবচনে বিবাহ হওয়া প্রায় মনে বুঝিয়া যে দ্রব্য আনিয়াছিল তাহা ব্রাহ্মণের দ্বারে রাখিয়া পরমানন্দে গমন করিল। তদনন্তর ব্রাহ্মণ স্বপরিজনেরদের সঙ্গে যুক্তি করিয়া দৃঢ় লৌহ জাল নির্ম্মাণ করিয়া দ্বার প্রদেশে পরিসর ভূমির ঘাস ছোলাইয়া সুন্দরমতে মুক্তকরিয়া সেই পরিষ্কৃতপর্য্যন্ত স্থানে ঐ লৌহময় জাল পাতিয়া থাকিলেন। বিয়াপাগলা বাঘ নিশাসময়ে আলাঘরের দুলার মত চলিতে২ আসিয়া ব্রাহ্মণকে ডাকিল। ব্রাহ্মণ ব্যাঘ্রের ডাক শুনিয়া কহিল বর আসিয়াছো বড়ই মঙ্গল কন্যা যাত্রিরা কন্যা আনিতে গিয়াছে আমরা বরযাত্রি অধিবাস সামগ্রী লইয়া এই যাইতেছি আপনি ঐ লৌহময় স্থানে অধিষ্ঠান করুন। শুভবিবাহের লগ্ন সময় নিকট হইয়াছে। ব্রাহ্মণের এই কথাতে আমার এত দিনে বিবাহ হইল এই আহ্লাদে ব্যাঘ্র গদ গদ হইয়া জালযন্ত্রে প্রবিষ্ট হইয়া বদ্ধ হইল।

অনন্তর ব্রাহ্মণ বিলক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া ব্যাঘ্রকে জালযন্ত্রে যন্ত্রিত দেখিয়া দৃঢ়তর যষ্টি অর্থাৎ শক্ত লাঠি হস্তে লইয়া ব্যাঘ্রের সমীপে ক্রমে২ আসিয়া নির্ঘাতপ্রহার করিতে লাগিল। ব্যাঘ্র কহিল হে ঘটক ঠাকুর এ কেমন অধিবাস প্রাণ যে যায়। ব্রাহ্মণ কহিলেন বিয়াপাগলারদের বিবাহের পূর্ব্ব কৃত্য এইরূপই হইয়া থাকে। ব্যাঘ্র কহিল ভাল২ আমার বিবাহতো হবে। ব্রাহ্মণ কহিল এই হইল প্রায় কিঞ্চিৎকাল বিলম্ব কর। এই কহিয়া ব্যাঘ্রকে ঠেঙ্গাইয়া ও গুতাইয়া অন্তঃশ্বাসমাত্রাবশেষ ম্রিয়মাণ করিয়া ফেলিল। এবং সাইঙ্গেতে বান্ধিয়া ভারিকদ্বারা নদীস্রোতে ভাসাইয়া দিল। ব্যাঘ্র ভাসিতে২ পরমায়ু বলে বাঁচিয়া এক বনের প্রান্তে গিয়া লাগিল। দৈবগত্যা ঐ বনে এক বিধবা ব্যাঘ্রী ছিল। তাহার সহিত ঐ ব্যাঘ্রের সাক্ষাৎ হইল। দিনে২ পরস্পর অনুরাগ বৃদ্ধিতে ঐ ব্যাঘ্রীর সঙ্গে ঐ ব্যাঘ্রের দৃঢ়বন্ধুতা হওয়াতে কাকতালীয় ন্যায় বিবাহ সিদ্ধ হইল। ব্যাঘ্র এইরূপে পত্নী পাইয়া ঘটক

ব্রাহ্মণের কৃত অধিবাসের দুঃখ বিস্মৃত হইয়া ঐ ঘটকের উদ্যোগেতেই আমার স্ত্রী লাভ হইল এই উপকার মানিয়া কিছু দ্রব্য লইয়া স্ত্রীর সহিত ব্রাহ্মণের গৃহ নিকটে আসিয়া ডাকিল ওগো ঘটক মহাশয় আপনকার উদ্যোগে আমার শুভ বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে তবে যে অধিবাসকালে আমার কিছু দুঃখ হইয়াছিল সে উত্তরকালীন সুখের নিমিত্তই। দুঃখব্যতিরেকে সুখলাভ হয় না। নহি সুখং দুঃখৈর্ব্বিনা লভ্যতে। এবং ফল হইলে ক্লেশও কৃশ হয়। ক্লেশঃফলে নহি পুনর্নবতাং বিধত্তে। অতএব আপনি নিঃশঙ্কে সস্ত্রীক হইয়া ধান্যদূর্ব্বা দিয়া আমার দিগে বর কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করুন আসিয়া। যৎকিঞ্চিৎ প্রণামী লইয়া অসিয়াছি তাহা অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করুন।

ব্রাহ্মণ ব্যাঘ্রের এই বাক্য শুনিয়া ভয়েতে নিঃশব্দ হইয়া কিঞ্চিৎকাল থাকিয়া ব্রাহ্মণীকে ধীরে২ কহিল ও ব্রাহ্মণি দেখিতেছি বড় প্রমাদ হইল যে বাঘকে ঠেঙ্গাইয়া মৃতকল্প করিয়া ফেলাইয়া দিয়াছিলাম সেই ব্যাঘ্র বাঁচিয়া পূর্ব্বশত্রুতা স্মরণ করিয়া আমাকে খাইতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে হিংস্র জন্তুর বিনাশ নিঃশেষেই কর্ত্তব্য আমার অকর্ত্তব্যকরণের ফল বুঝি ফলিল। ব্রাহ্মণী উত্তর করিল না এমন হবে না ও যেরূপ কথা কহিতেছে তাহাতে যে অনিষ্ট করে এমন উহার অভিপ্রায় বুঝায় না। যদ্যপি তাহার সে আশয় হইতো তবে উপায়ান্তরে তোমার অনিষ্টাচরণ কি করিতে পারিতো না। যে যাহার মন্দ করিতে চায় সে ছলে বলে কোন প্রকারে করে ডাক হাঁক দিয়া কি করে। ব্রাহ্মণ কহিলেন সে সত্য বটে কিন্তু ও একেতো দুর্ম্মদ নখী ব্যাঘ্র জাতি দ্বিতীয়তো মনুষ্যখাদক তাহাতে আবার আমি ইহাকে মর্ম্মান্তিক পীড়াতে পীড়িত করিয়াছি এই হেতুক ইহার আশ্বাসে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নয়। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে ইহা কহিয়া এই বিষয়ে এক কথা কহিতে মনে করিলেন। ইতি প্রবোধ চন্দ্রিকায়াং তৃতীয় স্তবকে প্রথমং কুসুমং।

## দ্বিতীয় কুসুম।

হে ব্রাহ্মণি ভগ্নস্নেহ ব্যক্তির সঙ্গে যে প্রীতি সে সুখদ নয় এই বিষয়ে এক কথা কহি শুন। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মাবর্ত্তে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন তাঁহার সভাগৃহে পূজনীয়ানামে এক চটকা অর্থাৎ চড়াইপক্ষী থাকিত সে প্রত্যহ প্রতিনগরে আহারার্থ গৃহে২ গমনকরত যে সকল কথা শুনিত সে সমস্ত বৃত্তান্ত পরিপাটী করিয়া ব্রহ্মদত্তরাজার সমক্ষে আসিয়া কহিত। এবং রাজাও অবকাশে ঐ চটকার সঙ্গে ধর্ম্মকথা প্রস্তাবে আলস্য ত্যাগ করিতেন। এইরূপেই উভয়ের পরস্পর প্রণয় ব্যবহারে সুখে কালক্ষেপ হইত। ইতিমধ্যে দৈবাৎ একদিবস ঐ চড়াই বাসাতে আপনার ছানাকে রাখিয়া আহারার্থ নগর ভ্রমণ করিতে গেল। পরে ধাত্রী রাজকুমারকে ক্রোড়ে করিয়া চটকার বাসার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। রাজপুত্র ঐ চড়াইর ছা দেখিয়া তাহা লইবার নিমিত্ত রোদন করিতে লাগিল। ধাই বালকের ক্রন্দনে ব্যস্ত হইয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতে বাসা হইতে ধরিয়া চড়াইর বাচ্চাকে রাজপুত্রের হস্তে দিল। বালকের চাঞ্চল্যপ্রযুক্ত দৃঢ়মুষ্টিতে ধরাতে ঐ ছানাটি মরিয়া ভূতলে পড়িল।

রাজা ঐ মৃত বাচ্ছাকে সজল নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া শোকে অত্যন্ত কাতর হইয়া ধাত্রীকে ভৎর্সনা করিয়া হায় কি দারুণ কর্ম্ম হইল অনুগত মিত্রের অত্যন্ত দ্রোহ হইল। পূজনীয়া চঞ্চুর দ্বারা আহার লইয়া আসিয়া বাসা শূন্য দেখিয়া আমাকে কি বলিবে আমি বা তাহার শোক সান্ত্বনা কি উপায়ে করিব। হে ঈশ্বর অনুগত ব্যক্তির পুত্রহত্যার অপবাদে পতিত করিলা। আমার পুত্র বালক ধাত্রী স্ত্রীলোক বধার্হ দণ্ডেতেও বধ্য নয় যদি বধ্য হইতো তবে এইক্ষণে উভয়ের বধ করা উপযুক্ত ছিল। করি কি সাধ্য কিছু নাই এ অপার লজ্জা সমুদ্রহইতে পরিত্রাণের উপায় কিছুমাত্র খুজিয়া পাই না হায় কি হইল। রাজা এইপ্রকার দুঃখানুশোচন করিতেছেন ইত্যবসরে চটকা ওষ্ঠাধরেতে আহার লইয়া নিকটহইতে ছানার চিঁচিঁকার কল

রব শুনিতে না পাইয়া অমঙ্গল চিন্তা করিয়া বাসাতে আসিয়া ছানাকে না দেখিতে পাইয়া ক্ষণেককাল স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া ইতস্ততোঽবলোকন করত কোথাও দেখিতে না পাইয়া শোকে ব্যাকুল হইয়া রাজসাক্ষাতে গিয়া ভূমিতে পড়িল। রাজা আপনার বালকের নিমিত্ত মিত্রবালকের মরণাপরাধে অত্যন্ত লজ্জিত হওত অধোমুখে বসিয়া আছেন। পূজনীয়া শোক সূচক উক্তিতে রাজাকে কহিল। হে রাজন্ আমার শাবক কোথা গেল তাহার উড়িবার শক্তি হয় নাই তোমার প্রতি বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া প্রত্যহ আহারার্থে গিয়া থাকি কখনো কোন ব্যাঘাত হয় নাই অদ্য কেন শাবককে দেখিতে পাই না। বুঝি আজি আমার প্রতি ঈশ্বর বিমুখ হইয়াছেন আমার কপাল বুঝি ফাটিয়াছে। চটকার এই আর্ত্তনাদ শুনিয়া ততোঽধিক মর্ম্মব্যথাতে ব্যথিত হইয়া লজ্জাপ্রযুক্ত রাজা কিছুমাত্র কহিতে পারিলেন না।

পূজনীয়া রাজাকে নিরুত্তর দেখিয়া তাঁহার দৌরাত্ম্য অনুমান করিয়া কহিল হে রাজন্ রাজবংশ্য বিশ্বাসার্হ নয় বুঝি এত দিনে আমি অবিশ্বস্তের প্রতি বিশ্বাস করণের ফল পাইলাম। হায় নির্দয় মাংসাশি ব্যক্তিরদের ক্ষণিক সুখের নিমিত্তে অন্যের প্রাণ হরণরূপ আত্যন্তিক দুঃখ অঙ্গীকারে ব্যক্ত যে নিষ্ঠুরতা ও স্বার্থপরতা তাহার সীমা এইপর্য্যন্ত যে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর নানাবিধ ভোগ্যবস্তু সৃষ্টি করিয়াও পোড়া উদরের নিমিত্ত অতি ক্ষুদ্র চড়াইর ছানার মাংস ভোজনের লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। লোভির চক্ষু কি দিব্যচক্ষু যাহাতে অতিক্ষুদ্র দ্রব্য অতিবড় দেখা যায়। হায় এতকালপর্য্যন্ত কেবল স্বার্থপর অত্যন্ত লোভির কপট প্রণয়ে মিথ্যা বদ্ধ হইয়াছিলাম। অনন্তর রাজা কহিলেন হে পূজনীয়া পুত্রের দোষে আমি মরিয়া রহিয়াছি মরার উপরে খাঁড়ার আঘাতে প্রয়োজন কি। আমার এই কুলাঙ্গার সন্তানহইতে তোমার পুত্রের প্রাণবিয়োগ ও আমার মিত্রদ্রোহের পাতক হইয়াছে ইহার সমোচিত ফল এ দুরাচারকে তুমি যদি দেও তবেই উপযুক্ত হয়।

রাজার এই বাক্য শুনিয়া পূজনীয়া পুত্রশোকে ক্রোধের বেগস

স্মরণ করিতে না পারিয়া রাজার সাক্ষাতেই স্বচঞ্চুতে রাজপুত্রের চক্ষুর্দ্বয় ছিন্নভিন্ন করিয়া অতিতীক্ষ্ণ নখের দ্বারা উপড়িয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়া স্থানান্তর যাইতে উড্ডীন হওয়া অর্থাৎ উড়িবামাত্রে রাজা কহিলেন হে পূজনীয়া তুমি যাও কেন তোমার ভয় কি ন্যায্য কর্ম্ম করিয়াছো তোমার সন্তাননাশক আমার পুত্র তোমাহইতে নিজদোষে অন্ধ হইয়া জীবন্মৃত হইল। যে হেতুক অন্ধরাজা সিংহাসনে বসিবার যোগ্য হয় না। এমত রাজসন্তানের যে জীবন সেই মরণ। আমার পুত্রের যেমন মতি তেমনি গতি হইয়াছে। স্বকর্ম্মফলভূক্ পুমান্। এ বিষয়ে তুমি নিরপরাধ এবং আমিও নির্দোষ তোমার আমার পরস্পর নিরুপম প্রেমপ্রবাহবিচ্ছেদের কারণ কিছু নাই তবে কেন ধারাবাহিক স্নেহ ভঙ্গরূপ দারুণ কর্ম্ম করিয়া আমার প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রকাশ কর।

পূজনীয়া কহিলেন হে মহারাজ আমারদের যাদৃশ প্রীতি পূর্ব্বে ছিল এইক্ষণে তাদৃশ প্রীতি আর হইতে পারে না উভয়ের মনোমালিন্যের কারণ সমবধান হইল। কেবল নির্ম্মল সরল ব্যবহারজন্য যে প্রীতিরূপ নদী তাহাতে যৎকিঞ্চিতো যদি মালিন্য ব্যবধান হয় তবে সে বিন্ধ্যপর্ব্বতের তুল্য সেতুবন্ধেতে প্রবাহ রুদ্ধ হয়। অতএব হে মহারাজ ভগ্নস্নেহেষু যা প্রীতির্ন সা কল্যাণদায়িনী। এই নীতির অনুসরণে আমি প্রস্থান করি আপনি খিদ্যমান হইবেন না। সংযোগাস্তু বিয়োগান্তাঃ। সংযোগ হইলে কালক্রমে অবশ্য বিয়োগ হয়। অতএব তার্কিক পণ্ডিতেরা সংযোগকে ক্ষণিক কহিয়াছেন। হে প্রিয়বন্ধু বিচিত্রকর্ম্মা বন্ধুজনেরদের একত্র সম্বাস কাদাচিৎক। যেহেতুক স্বস্বকর্ম্মানুসারি পুরুষেরা কর্ম্মসূত্রেতে আকৃষ্ট হইয়াই পরে নিযুক্ত হয়। যেমন জলাদিবেগেতে একস্থানে আনীত তৃণসমূহের সংযোগ ও বিয়োগ। আর আমার যে এই শরীর সে যদ্যপি তোমাকে ত্যাগ করিয়া অগ্রে চলিতেছে তথাপি তোমার গুণেতে বদ্ধ যে আমার মন সে পশ্চাদ্ধাবমান হওত তোমার আভিমুখ্যেই থাকিল প্রতিকূল বায়ুগামি রথের পতাকার প্রায়। এইরূপ বাক্কৌশলে রাজাকে তুষিয়া পূজনীয়া স্থানান্তরে গেল। ব্রাহ্মণ কহিলেন হে ব্রাহ্মণি পরস্পর শত্রুতার পর প্রণয় কদাচ সুখকর হয় না বরং দুঃখ

কর যে না হয় সেও ক্কচিৎ। হে ব্রাহ্মণি এবিষয়ে আর এক কথা কহি শুন।

কাশ্মীরদেশের রাজা ও কেকয়দেশের রাজা এই দুই রাজার কোন কারণে অত্যন্ত শত্রুতা হইল তাহাতে ঐ দুই রাজার যথেষ্ট ক্ষতি হইতে লাগিল এবং বিপক্ষ রাজগণও ছিদ্র অন্বেষণ করিতে লাগিল। কাশ্মীরাধিপের শত্রুরা কেকয়াধিপের ও কেকয়াধিরাজের বৈরিরা কাশ্মীর রাজের আনুকূল্যে উভয়ের উদ্বেগ জন্মাইতে লাগিল। তাহাতে দোঁহে উত্তপ্ত হইয়া সাম অর্থাৎ সন্ধা করিলেন।

পরে কেকয়রাজ কাশ্মীররাজকৃত শত্রুতার প্রতিকারার্থ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী গৌরাঙ্গী নৃত্যগীতে প্রবীণা পুরুষবশীকর কামক্রিয়াতে নিপুণা এক বেশ্যাকে অজাতপুরুষসংসর্গা সদ্বংশজাতা স্ত্রী বলিয়া অনেক সুন্দরী দাসীগণ ও দুর্ম্মল্য বহুবস্ত্রাদিসমেত কাশ্মীররাজের পরিতোষার্থে উপঢৌকনরূপে পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা সকল কাশ্মীররাজের রাজধানীতে উপস্থিত হইলে পর রাজা চোপদারের দ্বারা সম্বাদ পাইয়া সে স্ত্রীর পরীক্ষার্থে নিপুণমতি লোকদিগকে প্রেরণ করিলেন। রাজপ্রেরিত পরীক্ষকেরা সে নারীর রূপগুণ কুল শীলাদি পরীক্ষণ করিয়া স্বস্ববুদ্ধ্যনুসারে ভালো বুঝিয়া রাজসাক্ষাতে গিয়া ঐ নারীর বহুমান পুরঃসর প্রশংসা করিলেন। পরে রাজা পুনর্ব্বার তৎপরীক্ষার্থে আপনার অতিবিশ্বস্ত অত্যন্ত বুদ্ধিমন্ত সমীপস্থ এক অন্ধ পুরুষকে প্রেরণ করিলেন। ঐ অন্ধপুরুষ নারীর নিকটে আসিয়া কহিল হে সুন্দরি তোমার পরীক্ষার্থে মহারাজ আমাকে নিয়োগ করিয়াছেন রাজাজ্ঞাকারী আমি তদর্থে আসিয়াছি। দেখ আমি অন্ধ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষহীন অতএব স্পর্শের দ্বারা অনুভব করিয়া তোমার অঙ্গসৌষ্ঠব ও শরীরের কোমলত্বাদি বুঝিব বিলক্ষণমতে বারং পরীক্ষিত বস্তু রাজার ভোগ্য ও উপভোগ্য হয় বিশেষতঃ স্ত্রী। ইহাতে তোমার যেমত অভিরুচি। এই বাক্য শুনিবামাত্রে ঐ স্ত্রী স্বচ্ছন্দেই কহিল তাহার বাধা কি তোমার যেমন স্বেচ্ছা তেমনি আমার গাত্রে হস্তস্পর্শ করিয়া তুমি জান।

অনন্তর ঐ অন্ধ কেশ মস্তক কপাল গণ্ড চক্ষু নাসিকা কর্ণ ওষ্টাধর কণ্ঠগ্রীবা পৃষ্ট পার্শ্ব বাহুমূল ভুজ পাণি অঙ্গুলি কক্ষ বক্ষ কুচ চুচুক কুক্ষি নাভি বস্তি কটি বংক্ষণ উরু জানু জঙ্ঘা পাদ পাদতলপর্য্যন্ত শনৈঃশনৈঃ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলে হস্তপ্রদানে ঐ স্ত্রীর পর পুরুষসংস্পর্শে কিছুমাত্র অঙ্গ সঙ্কোচ না হওয়াতে তাহার মর্ম্ম বুঝিয়া রাজসমক্ষে আসিয়া সবিশেষ বিজ্ঞাপন করিয়া কহিল হে মহারাজ এ স্ত্রী বেশ্যা কেকয়রাজ আপনকার সম্মোহনার্থ প্ররণ করিয়াছেন বুঝি মায়াকারিণীও হবে কেকয়দেশীয় স্ত্রীরা দুঃশীলা এবং পুরুষবশকারিণীও হয় অতএব এ স্ত্রী অগ্রাহ্যা। বেশ্যা শ্মশানপুষ্পের ন্যায় বর্জনীয়া। রাজা অন্ধের এ কথা শুনিয়া এবং আপনিও বিশেষ বিবেচনা করিয়া সে স্ত্রীকে সংগ্রহ করিলেন না। ব্রাহ্মণ কহিলেন হে ব্রাহ্মণি পূর্ব্ববিরোধি কর্ত্তৃক দ্রব্য সহসা গ্রাহ্য নয়। ব্রাহ্মণব্রাহ্মণীর এই সকল কথা প্রস্তাবে রাত্র্যবসান হইল ব্যাঘ্র ব্যাঘ্রী স্বস্থানে গেল।

এ সবকথা শ্রবণ করিয়া বৈজ পাল ভূপালকুমার ধরাধর কহিলেন হে আচার্য্য আপনি যে নীতিগর্ভ আশ্চর্য্য কথা কহিলেন আমি তাহা শুনিয়া সুবিচারপূর্ব্বক তাহার তাৎপর্য্য অবধারণ করিলাম কিন্তু শুশ্রূষা নিবৃত্তি হয় না। যেমন অতিমধুর রসপানে পিপাসা নিবৃত্তি হয় না বরং শুশ্রূষা বৃদ্ধি হইতেছে অতএব অন্য কোন বহুহিতোপদেশ কথা আদেশ করুন। আচার্য্যপ্রভাকর গুরু কহিলেন হে প্রিয় শিষ্য তোমার স্বভাবতঃ শাস্ত্রার্থ শুশ্রূষা হওয়াতে আমি বুঝি যে তোমার বুদ্ধি শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত অর্থগ্রাহিণী হইয়াছে ইহাতেই আমার অত্যন্ত পরিতোষ হইল যেহেতুক রাজবংশীয়েরা বৃদ্ধ পণ্ডিত বাক্যগ্রাহী হইলেই নীতিজ্ঞ হন নীতিজ্ঞ হইলেই জিতেন্দ্রিয় হন ইন্দ্রিয়জয়ী যে রাজা সেই সর্ব্বজেতা হওত কার্য্য অকার্য্য বিবেচনা বোধে ধর্ম্মতঃ প্রজাপালক হইয়া ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে যে সুখেতে দুঃখের স্পর্শমাত্র নাই অথচ বাঞ্ছা করামাত্রেই উপনীত হয় অথচ অনন্তর দুঃখগ্রস্ত না হয় তাদৃশ সুখরূপ স্বর্গভাগী হয়। উক্ত বিপরীত রাজা উক্ত ব্যতিক্রমকারী হইয়া ইহলোকে কুৎসা ও পরলোকে অনন্তদুঃখাত্মক নরকভাজন হয়।

ইহার কথা। দক্ষিণ দেশে তাম্রপর্ণী নদীতীরে গজপতি নামে এক রাজা ঈশ্বরমাত্রপরায়ণ সাত্ত্বিক ধর্ম্মনিষ্ঠ স্বয়ং অমানী অন্য মান্যমানের সম্মানকারী সর্ব্বজনপূজ্য বৃদ্ধের আজ্ঞানুসারী নীতিনিপুণ জিতেন্দ্রিয় পরদুঃখে দুঃখী সর্ব্বলোক হিতৈষী এতাদৃশ ছিলেন। তিনি ঈশ্বরের আরাধনকালে নিত্য এই২ প্রার্থনা করিতেন যে হে পরমেশ্বর তোমার সমান ও তোমাহইতে অধিক কোন বস্তু নাই অতএব কি দৃষ্টান্তে তোমার বর্ণনা করিব। তবে যে তোমার স্বরূপ বর্ণন করা তাহাও অশক্য যেহেতুক তোমার স্বরূপ যথার্থরূপে কেহই জানিতে পারে না তবে আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত যে কিছু সে তোমারি সৃষ্ট বস্তু সে সকলকেই তৃণবত্তুচ্ছ জানিয়া তোমাতে এমনি আসক্ত হয় যে আত্যন্তিক কষ্টেতে ও তোমাহইতে বিচলিত না হইয়া আনন্দার্ণবে মগ্নপ্রায় হইয়া থাকে। অতএব তোমার স্বরূপ কি ইহা কে কহিতে পারে। আর ভূত ভবিষ্যদ্বর্ত্তমান ব্যক্ত অব্যক্ত যাবদ্বস্তু ও যত বাক্য ও যত ক্রিয়া এ সকলের প্রত্যেকের যে যে শক্তি সে সমস্ত শক্তির এক পিণ্ডীকরণেতে অর্থাৎ একুনেতে যে এক শক্তি হয় সে তোমার শক্তির এক অংশ। অতএব তুমি সর্ব্বাশ্চর্য্যময় ও তোমার শক্তি অচিন্ত্য অনন্ত অনির্ব্বচনীয় ও অঘটন ঘটনাতে পটুতর। অতএব তোমার শক্তিতে সম্ভব অসম্ভবভাবনা তোমার মহিমার কিঞ্চিৎ জানেন যে মহাপুরুষেরা তাঁরদের স্বপ্নেতেও নাই অতএব পৌরাণিকেরা দেবমনুষ্য পশুপক্ষিপ্রভৃতি নানাবিধ শরীরান্তর্ব্বর্ত্তি এক চেতনস্বরূপ তোমার শক্তির চমৎকার আচরণ জ্ঞাপনাভিপ্রায়ে অনেক অলৌকিক বর্ণনা করিয়াছেন। যাহাতে তোমার শক্তিমাহাত্ম্য অনভিজ্ঞ আপাত স্থূলদর্শিরা অসম্ভব জানিয়া নাস্তিকতা করে এবং পৌরাণিকদিগকে উপহাসও করে। পৌরাণিকেরদের এই নিশ্চয় বাজিকরের বাজির ন্যায় নানা শরীরান্তর্ভাবে স্বতন্ত্রেচ্ছু পরমেশ্বর অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত হইয়া বিবিধ কার্য্য করিতেছেন। যেহেতুক সর্ব্বকার্য্যকর্ত্তা তুমি এক পরমেশ্বর। হে ঈশ্বর তুমি সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বজ্ঞ ও বিশ্বাত্মা এজগতের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা তোমার অনুগ্রেহেতে তোমার এ জগতের একৈকপ্রদেশে পালনেতে তোমার ইচ্ছাতে নিযোজিত আমারদের স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়ের দমন না হওয়াতে যে নীতিনৈপুণ্যের অভাব ও সামর্থ্য থা

ক্রিয়াও অকার্য্যহইতে নিবৃত্ত না হওয়াতে যে নীতিমূর্খতা এ প্রজালোকেরদের মহাবিপ্লব ও আমারদেরও সর্ব্বনাশ হয়। অতএব আমার বংশে অনীতিজ্ঞ ও অবশেন্দ্রিয় যেন কেহ না হয় বরং বংশ উচ্ছন্নও হয়।

রাজার প্রত্যহ এতাদৃশ প্রার্থনাতে প্রসন্ন পরমেশ্বরের কৃপা কটাক্ষেতে কালক্রমে স্বাভাবিক ইন্দ্রিয় নিগ্রহকারিও মহারাজ লক্ষণাক্রান্ত এক পুত্র হইল তাহার নাম ভোজ তাহাকে নীতি শাস্ত্রাভ্যাস করাইতে চাণক্য নামে এক পণ্ডিতকে আনয়ন করিয়া রাজা আজ্ঞা করিলেন যে হে নীতিশাস্ত্রাধ্যাপক আপনি আমার পুত্রকে নীতিনিপুণ করুন। চাণক্য কহিলেন হে মহারাজ আমার নিবেদন শ্রবণে অবধান করুন জীবসমূহের সঞ্চিত পুণ্য সমুদায় ও পাপসমুদায় এই দুই সমুদায়ের মধ্যে পুণ্যসমুদায়ের যে সমুদায়কাল সে সত্যযুগ সে সময়ের লোকেরা কেবল ধর্ম্মপর ছিল অধর্ম্মের লেশমাত্রও তাহারদের ছিল না সকলেই শিষ্ট ছিল। অতএব দুষ্টনিগ্রহদ্বারা শিষ্টপালনার্থ পরমেশ্বর নিযোজিত রাজা তখন কেহো ছিল না। পশ্চাৎ তৎকালীন লোকেরদের ভ্রমপ্রমাদ ইন্দ্রিয় শ্লথ ও বুদ্ধিভ্রংশনরূপ জীবের সহজ দোষ চতুষ্টয়েতে ক্রমেক্রমে কিঞ্চিৎ২ অপরাধ জন্মিতে২ সত্যযুগের শেষভাগে কিছু পাপের সঞ্চার হইল। তাহাতে তৎকালিক লোকেরা কদাচিৎ কিঞ্চিৎ পাপকরণে প্রবৃত্ত হইতে লাগিল। তৎপ্রযুক্ত উত্থিত রাগদ্বেষমূলক কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্যের অঙ্কুর হওয়াতে স্বাভাবিক ইন্দ্রিয় নিগ্রহের দ্বারা নীতিনিপুণতা উত্তরোত্তর হ্রাস হইতে লাগিল এবং পাপেতে বুদ্ধিরও পরস্পর কিঞ্চিৎ২ মালিন্য হইতে লাগিল। তাহাতে প্রজারদের পরস্পর বিরোধ বিসম্বাদকৃত পীড়া ও শাস্ত্রার্থ বিস্মরণ হওয়াতে ব্রহ্মা ককারাদি বর্ণ সঙ্কেত ও প্রজা পালনার্থ মনুপুত্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া দণ্ডনীতি নামান্তর রাজনীতি বিদ্যার শতসহস্র অধ্যায় স্ববুদ্ধিতে রচিয়া মনু পুত্রকে দিলেন।

পশ্চাৎ মনু নারদ গুরু শুক্র ভরদ্বাজ ভার্গব বিশালাক্ষ পরাশর মুনিপ্রভৃতিরা ঐ রাজবিদ্যাকে সংক্ষিপ্ত করিলেন। তাহার

পর প্রজা লোকেরদের অল্প আয়ু জানিয়া বিষ্ণুগুপ্ত তাহাকেও পুনর্ব্বার সংক্ষিপ্ত করিলেন। পরে পণ্ডিতেরা সেই সেই নীতি বিদ্যা সংগ্রহহইতে সার আকর্ষণ করিয়া শ্রবণসুখার্থে স্বকপোল কল্পিত কথাচ্ছলেতে ও অনাদিসিদ্ধ পুরাতন পৌরাণিক কথা সম্বাদে বিষয় অত্যন্তাসক্ত রাজকুমারেরদের পক্ক কদলীখণ্ড পুটিত ঔষধ পানের ন্যায় নীতিজ্ঞানগ্রহণার্থ নানা পুস্তকরচিত করিয়াছেন যেহেতুক শিষ্টেরদের স্বভাবতঃ সৎপক্ষপাতি বুদ্ধিতে নীতিজ্ঞান সম্পাদন সহজ হয়। অশিষ্টের কামাদিতে দুষ্ট বুদ্ধিতে নীতিজ্ঞানধারণ কৃচ্ছ্রসাধ্য হয়। যেমন উত্তম অধম অশ্বের ধাবশিক্ষা গ্রহণ। আপনকার এ পুত্র সুলক্ষণান্বিত ও শিষ্ট শান্ত দান্ত দেখা যাইতেছেন অতএব ইহাঁর নীতিশাস্ত্র বিহিত হিতাহিতোপদেশমাত্রে নিদ্রোত্থিতবৎ আচ্ছন্নপূর্ব্ব জন্মার্জিত রাজনীতি বিদ্যাতে নবমেঘ শব্দেতে উদ্ভিন্ন রত্ন শলাকা সমূহে বিদূর ভূমির ন্যায় বুদ্ধি সুশোভিতা হইবে। রাজসাক্ষাতে এইরূপে রাজনীতি বিদ্যার বিস্তার প্রকাশ করিয়া রাজপুত্রকে রাজধর্ম্ম কহিতে উপক্রম করিলেন।

হে রাজকুমার নানা নীতিজ্ঞ হইয়া অন্যান্য রাজগণকে পরাজয় করিয়া রাজ্যের উপার্জন ও সংরক্ষণরূপ যোগক্ষেম বিষয়ে দেবগুরু বৃহস্পতি ও দৈত্যগুরু শুক্রপ্রভৃতির সম্মত শিষ্ট পণ্ডিতেরদের কর্তৃক উপদিষ্ট আছে। ঈশ্বরের সৃষ্ট এ জগতের বৃদ্ধির কারণ সর্ব্বরাজচক্রবর্ত্তী জয়করণেচ্ছু রাজা হন। রাজারদের নীতিবিরুদ্ধাচরণরূপ ঝঞ্ঝা বায়ুতে জনিত যে বিবিধ দুঃখাত্মক উচ্চ প্রবল তরঙ্গমালা তাহাতে সমাকুল সংসার সাগরেতে এ সমস্ত প্রজারূপ নৌকার বিপ্লব হইত যদি তাদৃশ সংসার সমুদ্র পারকারক কর্ণধাররূপী নীতি বিদ্যাধর রাজা না হইতেন। প্রজারক্ষক রাজা প্রজাসমূহকর্তৃক করদানাদিদ্বারা সম্বর্দ্ধিত হন। কিন্তু প্রজার রক্ষাও রাজসমৃদ্ধি এই দুয়ের মধ্যে প্রজারক্ষণই শ্রেষ্ঠ যেহেতুক প্রজারক্ষা না হইয়া রাজার যে বৃদ্ধি সে থাকিয়াও না থাকার মত। অতএব রাজা স্বকীয় মহোন্নতি অপেক্ষা না করিয়া প্রজাসংরক্ষণে সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে যত্নবান হইবেন। এই সকল রাজধর্ম্মের তাৎপর্য্যার্থ যদ্যপি হউক তথাপি ইদানীন্তন প্রজাধনাপহরণে পণ্ডিত কুৎসিত রাজার

দের ঐ রাজধর্ম্মের বৈপরীত্য দেখিতেছি। রাজা নীতিশাস্ত্র বিহিত রাজধর্ম্মানুষ্ঠানেতে আপনাকে ধর্ম্ম অর্থ কামরূপ ত্রিবর্গে অর্থাৎ ধর্ম্ম অর্থ কামে নিযুক্ত করিয়া যদি প্রজাবর্গকে তাদৃশ ত্রিবর্গে নিযোজিত করেন তবেই আপনাকে নষ্ট না করেন নতুবা আপনাকে নষ্ট করিয়া প্রজাদিগকেও নষ্ট করেন যেমন বৈজবননামে রাজা ধর্ম্মেতে চিরকালপর্য্যন্ত পৃথিবীর উপভোগ করিয়াছিলেন। লহুষনামা রাজা ধর্ম্মবলে ইন্দ্রত্বপ্রাপ্ত হইয়াও অধর্ম্ম প্রবৃত্তিমাত্রে অধঃপাতে গেলেন। রাজপুত্র কহিলেন হে গুরো এ কথা বিস্তার করিয়া আজ্ঞা করুন চাণক্য কহিলেন শুন।

সাগরবংশে মহাবলপরাক্রান্ত ইন্দ্রসেন নামা এক রাজা হইয়াছিলেন। তিনি বাল্যাবস্থাতে রাজমনোরঞ্জনীনামে এক সুন্দরী স্ত্রীকে বিবাহ করিলেন সেই স্ত্রীতে দিনে২ অত্যন্ত আসক্ত এমন হইলেন যে রজস্বলাকালেও ঐ স্ত্রীতে উপগত হইলেন। ইন্দ্রসেন রাজার ঐ ঋতুমতী পত্নীগমনজন্য পাপপ্রযুক্ত মস্তকের উপরে ঊর্দ্ধাগ্র দীর্ঘ তিন জটা ও তালবৃক্ষতুল্য চারি চরণ ও কুলালচক্রের ন্যায় ঘূর্ণায়মান আরক্ত চক্ষুর্দ্বয়েতে ভয়ানক বিকটদন্ত এক রাক্ষস আসিয়া প্রজারদিগকে ভোজন করিতে লাগিল ও রাজাকে কহিল হে রাজন্ তুমি যদি ধর্ম্মানুষ্ঠান কর ও প্রজারদিগকে ধর্ম্মেতে প্রবর্ত্তাও তবে তোমাকে খাইব। রাক্ষসের এই বাক্যেতে রাজা প্রাণভয়ে ধর্ম্মানুষ্ঠানবিহীন হইয়া পাপ বহুল হইলেন। এইরূপে অধর্ম্ম বাহুল্যহওয়াতে রাজা অচিরেই ক্ষয় পাইলেন তাহার পর তদ্বংশজাতেরা রাক্ষস বচনে অধর্ম্ম করাতে অল্পকালেই বিনাশ পাইলেন।

এইরূপে অনেককাল গেলে পর ঐ বংশে বৈজবননামে এক রাজা হইয়াছিলেন। তিনি সেই রাক্ষসের বচন অনাদর করিয়া নিঃশঙ্ক হইয়া ধর্ম্মেতে আপনি প্রবর্ত্ত হওত প্রজারদিগকে অভয় দিয়া নানাপ্রকার প্ররোচনাতে ধর্ম্মে প্রবর্ত্তাইয়া স্ববাহুবলে রাজ্য রক্ষা করিতে লাগিলেন। এইরূপে দিনে২ ধর্ম্মবৃদ্ধি হইতে লাগিল সূর্য্যোদয়ে কুজ্ঝটিকার অর্থাৎ কুহাসার মত রাজধর্ম্মোদয়ে রাক্ষস দূরীকৃত হইল। এই প্রকারে বৈজবন রাজা নীতিশাস্ত্র

বিহিত রাজধর্ম্মানুষ্ঠান প্রতাপে প্রবলতর শত্রু বিনাশ করিয়া উত্তরোত্তর মহোন্নতি প্রাপ্ত হইয়া চিরকাল এই পৃথিবী ভোগ করিয়া অন্তে ইন্দ্রলোক গমন করিলেন। হে ভোজ বৈজবন রাজোপাখ্যান কহিলাম সম্প্রতি নহুষ রাজোপাখ্যান কহি শুন।

পূর্ব্বকালে নহুষনামে এক রাজা হইয়াছিলেন। তিনি স্বকৃত ধর্ম্মপ্রভাবে সশরীরে স্বর্গে গিয়া দেবগণ সহকারি দেবরাজকে পরাজয় করিয়া ইন্দ্রের সিংহাসনাধিরূঢ় হইয়া ইন্দ্রের শচীকে বলাৎকার করিতে ইচ্ছুক হইয়া তন্নিকটে কামভাবে প্রিয় বাক্যে স্বাভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। শচী মুখ ফিরাইয়া উত্তর করিলেন হে নহুষ তুমি পবিত্র হইয়া পবিত্র দেব যানারোহণে আইস তবে তোমার মানস সিদ্ধ হইবে। নহুষ তদ্বচনে স্ববাঞ্ছিত সিদ্ধপ্রায় বুঝিয়া কামাতুরতাপ্রযুক্ত অতিত্বরায় শৌচ স্নান আচমন যজ্ঞ জপ পূজা দান বেদাধ্যয়ন করিয়া বাহশুদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণ বাহকব্যতিরেকে দেবযানহইতে পারে না। এই বিবেচনা করিয়া অগস্ত্যপ্রভৃতি মহর্ষিদিগকে বেগার ধরিয়া তাঁহারদের স্কন্ধে শিবিকাযান দিয়া আপনি মহর্ষিগণবাহিত মিয়ানাতে আরোহণ করিয়া শচীনিকটে চলিলেন। ব্রাহ্মণেরা কখনো শিবিকা বহন করেন নাই এইপ্রযুক্ত যান স্কন্ধে লইয়া চলিতে পারেন না। নহুষ কামান্ধ হইয়া অতিব্যগ্রচিত্তে সর্প সর্প সর্প ঐ শব্দ পুনঃপুনঃ করিয়া অগস্ত্য মুনির মস্তকে পদাঘাত করিলেন। তাহাতে ঐ মুনি সর্পোভব এই শাঁপ দিবা মাত্রে সর্প হইয়া স্বর্গহইতে অধোলোকে পড়িয়া গর্ত্ত পথ দিয়া রসাতলগামী হইলেন।

চাণক্য কহিলেন হে মহারাজকুমার রাজধর্ম্ম বিরুদ্ধানুষ্ঠান রাজার মহত্ত্ব ভঙ্গের কারণ হয়। অতএব স্বহিতৈষী রাজা দণ্ডনীতি শাস্ত্রবিহিত রাজধর্ম্ম পুরস্কারে ও তদ্বিরুদ্ধ ধর্ম্মতিরস্কারে অবশ্য প্রযত্ন করিবেন। স্বামী অমাত্য সুহৃৎকোষ রাষ্ট্র দুর্গ বল এই সপ্তাঙ্গ রাজ্যের ধারক নীতিবিদ্যা সংস্কারাপন্ন বুদ্ধি ও আরব্ধ কর্ম্মের সমাপনপর্য্যন্ত নির্ব্বাহ করারূপ স্বত্ব এই দুইকে অবলম্বন করিয়া স্ববিষয় নির্ব্বাহ নির্ণয় করিয়া সপ্তাঙ্গ রাজ্যলাভার্থে সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে রাজা উদ্যোগ করিবেন। উদ্যম ত্রি

বিধ। নীচোদ্যম মধ্যমোদ্যম উত্তমোদ্যম। বিঘ্নভয়েতে না করা যায় যে উদ্যম সে অধম। ও আরম্ভ করিয়া বিঘ্নে ব্যাঘাত হওয়াতে নিবর্ত্ত হয় যে উদ্যম সে মধ্যম। ও বহু বিঘ্নেতে পুনঃ পুনঃ ব্যাঘাতগ্রস্ত হইয়াও কদাচ নিবৃত্ত না হয় যে উদ্যম সে উত্তম হয়। রাজারা যখন অস্ত্র ও শাস্ত্রে জ্ঞানবান হন তখনই স্বামী হন কেবল রাজবংশে জন্মমাত্রে হন না। অতএব রাজ কুমারেরা প্রথমতঃ স্বামী হবার নিমিত্তে যত্ন করিবেন। তৎ পশ্চাৎ ন্যায়েতে ধনের অর্জ্জন ও বর্দ্ধন ও রক্ষণ করিবেন। এই নীতিজ্ঞেরদের মত। এবং নীতিজ্ঞানসম্পন্ন রাজা স্বীয় পরাক্র মে সপ্তাঙ্গরাজ্যোপার্জন চিন্তা করিবেন। নীতিজ্ঞানের মূল স্বা ভাবিক ইন্দ্রিয় জয় অথবা কৃত্রিম ইন্দ্রিয় জয়। যেহেতুক ইন্দ্রিয়জয়শূন্যের বিষয়ানুশীলনেতে সর্ব্বদা চঞ্চলচিত্তে শাস্ত্রার্থ কদাচিৎ স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। গোশৃঙ্গে শর্ষপের মত।

অতএব রাজা ইন্দ্রিয় জয়করণক বিনীত অবশ্য হইবেন তবেই নীতিজ্ঞ হইতে পারেন। অন্যথা মর্কটস্য সুরাপানং পশ্চাৎ বৃশ্চিক দংশনং। তন্মধ্যে ভূতসঞ্চারঃ পরন্বা কিম্ভবিষ্যতি। এতন্ন্যায়ে অস্থির চিত্ত হইয়া নানা জাতীয় জঞ্জাল জ্বালাতে নষ্ট হয়। হে রাজকুমারেরা নীতিজ্ঞ পণ্ডিতেরদেরকর্ত্তৃক বিবিধ নীতিশাস্ত্র সমুদ্রমথনেতে উত্থিত ঊনবিংশতি সংখ্যক রাজগুণ রূপ অমৃত সেবা করিয়া স্থিরতর যশস্বী হইয়া সমুদ্রপর্য্যন্ত পৃথি বীপতি হওত আনন্দসমূহের আধার হও।

সে ঊনবিংশতি সংখ্যা গুণ এই নীতিবিদ্যা ও নীতিজ্ঞান নৈপুণ্য ও নির্ভয়ত্ব ও পটুতা ও সদাসন্তোষ ও ধৈর্য্যশীলতা ও শীঘ্রকারিতা ও বিচারিত পরিগৃহীতার্থের অপরিত্যাগ ও প্রশস্ত বাক্কৌশল ও দৈবাৎ উপস্থিত বিপদ ক্লেশসহিষ্ণুতা ও পরনারী পরদ্রব্যপরহিংসা পরিবর্জন ও প্রভাব ও সৎপাত্রে অর্থপ্রদান ও সকল লোকে মৈত্রী ভাবনা ও সত্যসন্ধতা ও কৃতজ্ঞতা ও বিশুদ্ধ পিতৃমাতামহোভয় বংশতা ও শুদ্ধস্বভাবতা ও ইন্দ্রিয় জয় এই ঊনবিংশতি গুণ রাজার সম্পত্তি সমৃদ্ধির হেতু হয়। রাজা প্রথমতঃ স্বয়ং ইন্দ্রিয়দমনে সমর্থ হইয়া ইন্দ্রিয় জয়

যুক্ত ও নীতিজ্ঞানসম্পন্ন বিশিষ্ট সন্তান অমাত্যবর্গকে দান মানেতে সম্মানিত করিয়া নিকটে সতত রাখিবেন। এবং পুত্র ও ভৃত্য ও প্রজারদিগকে সুশিক্ষাতে বিনীত করিবেন। ভক্ত অনুগত ইন্দ্রিয় জয়যুক্ত অমাত্য সন্তান ভৃত্যবর্গেতে সেবিত নীতি অনীতিবিষয়ক জ্ঞানবান্ রাজা যদি মণ্ডলেশ্বরও থাকেন তথাপি অবিলম্বেই সার্ব্বভৌম পদাভিষিক্ত হন ইহা নীতিজ্ঞেরদের সম্মত। প্রত্যেকে অনেকপ্রকার শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ স্বরূপ পঞ্চবিষয় মহারণ্যেতে প্রতিক্ষণ ধাবমান মদমত্ত মহাবল হস্তিতুল্য ইন্দ্রিয়সমূহকে নীতিজ্ঞানরূপ অঙ্কুশেতে পণ্ডিতের বচনরূপ আসনে সুদৃঢ়রূপে বসিয়া রাজারদিগকে অবশ্য আয়ত্ত করিবেন। আত্মগুণের প্রযত্নদ্বারা আত্মা মনের সহিত সংযুক্ত হইয়া রূপাদি বিষয় ভোগার্থে পঞ্চবিষয়েতে আরোহণ করেন তাহাতেই আত্মার বিষয়সকলে প্রবৃত্তি হয়। বিষয়রূপ লোভনীয় বস্তুর বাসনাতে মন ইন্দ্রিয়দিগকে স্বস্ববিষয়ে প্রেরণ যখন করেন্ তৎক্ষণেই পুরুষ মনকে নিরোধ করিবেন। এইরূপে মনের নিরোধ করিতে২ অভ্যাস নৈপুণ্যক্রমে মন পরাজিত হইয়া বশীভূত হইলেই পুরুষ জিতেন্দ্রিয় হন। যে রাজা অসহায় অতিক্ষুদ্র মনের জয় করিতে না পারে সে অনেক যোদ্ধাতে সুরক্ষিতা সাগরপর্য্যন্ত পৃথিবীকে স্ববশে কিরূপে রাখিতে পারিবে। অবশীকৃতমানস রাজা ভোগের পর বিরস আপাত মধুর ঈদৃশ শব্দাদিপঞ্চ বিষয়েতে বদ্ধচিত্ত হওত শৃঙ্খলাতে বদ্ধপ্রায় হইয়া পরদত্ত ধনের প্রত্যাশাতে নিরর্থক আয়ুঃক্ষেপণ করে। অতএব বিষয়রূপ অত্যন্ত মদ্যপানেতে মত্ত হইয়া যদি পরস্ত্রী পরধন পরহিংসাতে মনোযোগ করে তবে আপনিই অত্যল্পকালে আপনার মহাভয়জনক বিপত্তির কারণ হয়।

শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পঞ্চবিষয় একৈকে পুরুষবিনাশের নিমিত্ত হয়। দেখ কোকিলের মধুর শব্দ শ্রবণে মনোনিবিষ্ট করাতে অতিদূরে লাফ দিতে পারে এমত হরিণ মৃগয়ুহইতে মরণভাগী হয়। অনায়াসে মহাবৃক্ষ উৎপাটনেতে পটু পর্ব্বতাকার হস্তী হস্তিনীর শরীর স্পর্শে শৃঙ্খলাতে বদ্ধ হয়। দীপশিখার রূপ দর্শনেতে লোভিত চক্ষু পতঙ্গ ঐ দীপের অগ্নিতে পড়িয়া দগ্ধ হয়। অগাধ জলে গমনকারি মৎস্য বড়িশে লগ্ন

যৎকিঞ্চিদ্ভোজ্যের রসলোভে মৃত্যু অঙ্গীকার করে। হস্তির গণ্ডস্থলেতে গলিতমদের গন্ধে লুব্ধভ্রমর হস্তির কর্ণাঘাতে প্রাণ ত্যাগ করে। অতএব বিষতুল্য পঞ্চবিষয়ের প্রত্যেকে কে কারে নষ্ট না করে। তাহাতে যে রাজা এককালে সমানরূপে পঞ্চবিষয়কে সেবা করে তবে সে রাজা কোনমতে কুশলী হইতে পারে না। কিন্তু কোন বিষয়ের বশীভূত না হইয়া রাজ কার্য্যের অবিরোধে যথাযোগ্য সময়ে যথাসম্ভব সকল বিষয়ের উপভোগ রাজা করিবেন সুখত্যাগী হইবেন না। যেহেতুক অর্থের ফল সুখ তাহা সর্ব্বথা অকরণে অর্থ নিরর্থক হয়।

নীতিবিদ্যার আচার্য্যেরা ইহা কহিয়াছেন স্ত্রীর অতিমনোহর মুখের দর্শন আহ্লাদেতে রাজার যাবৎকাল যায় তাবৎ কালেতেই রাজ্য চিন্তা না হওন দোষে শত্রুকর্তৃক যদি রাজ্য অপহৃত হয় তবে স্ত্রীর সহিত একান্ত সহবাস সেই রাজার চক্ষুর জলধারার সঙ্গে রাজ্যলক্ষ্মী ও যৌবন গলিয়া পড়ে। নীতিজ্ঞেরদের এই একমত। আর ধর্ম্মহইতে অর্থসিদ্ধি অর্থেতে কামসিদ্ধি তাহা হইতে সুখফলোদয় ইহাও নীতিজ্ঞেরদের নিশ্চিত মত। এই দুইমতের তাৎপর্য্য। এই ধর্ম্ম অর্থ কাম এই তিনের সেবা যুক্তিযোগেতে না করে যে রাজা সে রাজা এই তিনের মধ্যে অন্যতম একমাত্রের সেবাতে অন্য দুইকে নষ্ট করিয়া আপনিও নষ্ট হয়। যেহেতুক ধর্ম্মমাত্রের অত্যন্ত সেবাতে অর্থ ক্ষয় হয় অর্থের অভাবে কাম সিদ্ধি হয় না কেননা কাম অর্থমূলক হয় দরিদ্রের অর্থ না থাকাতে কাম সিদ্ধিহইতে পারে না। দারিদ্রেরদের বাসনা যেমন উৎপন্ন হয় তেমনিই নষ্ট হয় কিছু ফলোদয় হয় না তেমনি ধন না থাকিলে স্নান উপবাসাদিরূপ ধনব্যয়শূন্য ধর্ম্মোপাসনাতে শরীরকে দণ্ড দেওয়াতে শরীর ক্ষীণ হইয়া জ্বরসন্নিপাতাদি রোগে ধর্ম্ম মূলদেহ বিনাশে ধর্ম্ম বৃদ্ধি হইতে পারে না। এবং অর্থও অতিসেবিত হইলে অর্থের মূলকারণ ধর্ম্ম ও ফল কাম এই দুই হয় না কিন্তু কেবল এই হয় যে ধর্ম্মের অভাবে অগ্নি চোর দস্যু রাজদণ্ডাদিতে বহু কষ্টে বর্দ্ধিত ও দান ভোগব্যতিরেকে সঞ্চিত যে ধন তাহার অপচয়। এবং কামও অতিশয় সেবা করিলে ধর্ম্ম ও অর্থকে বিনষ্ট করিয়া তেজঃক্ষয়ে ক্ষয়রোগাদি জন্মাইয়া শরীরকে নষ্ট করে। কাম

শব্দেতে আত্মসংযুক্ত মনেতে কর্ণ চর্ম্ম চক্ষু জিহ্বা নাসিকাখ্য পঞ্চজ্ঞানইন্দ্রিয়ের স্বস্বগ্রাহ্যশব্দাদিবিষয়ক যে সুখ তাহাকে কহে। শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বেণুবীণাদির যে ধ্বনি সে শব্দ। ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে পুরুষ শরীরাদির স্ত্রী শরীরাদিতে সংযোগ সেই স্পর্শ। চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্ত্রীর রমণীয় অবয়বাদির যে সৌন্দর্য্য সেই রূপ। রসনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্বাদু দ্রব্যের যে স্বাদু তাহাকে রস শব্দে কহে। ঘ্রাণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য পুষ্পচন্দনাদির গন্ধ। এই পঞ্চ বিষয়ের স্বরূপ। যে সুন্দরী যুবতি স্ত্রীর নামশ্রবণমাত্রে অগ্নি সম্পর্কে জতুকের অর্থাৎ জৌর ন্যায় অভিনবযুবজনেরদের যে মন পূর্ব্বভাব হইতে স্খলিত হয় তাদৃশ পরমসুন্দরী স্ত্রীদর্শনেতে ও আলাপেতে না জানি সে মন কেমন হয়। অতএব স্ত্রী কার মন বিকৃত না করে। তপস্বিরদেরও সুপ্রসন্ন সুপ্রকাশ নির্ম্মল মানসকেও বিকৃত করে। স্ত্রীরা যদ্যপি অবলাও হয় তথাপি অতিপ্রবলা যেহেতুক অটল অতিবড় মহানুভবদিগকেও টলিত করে। যেমন অতিবেগ বিশিষ্টা নদী পর্ব্বতকেও লড়ায়। অতএব নীতিশাস্ত্রমাত্রে স্ত্রীতে অত্যন্ত অনুরাগ ত্যাগের নিমিত্ত স্ত্রীর প্রতি নিন্দা অনেক প্রকার আছে। স্ত্রীলম্পটতা দোষে ব্রহ্মার সন্তান বেদের ভাষ্যকর্ত্তা পণ্ডিত ভৃত্যবৎ ইন্দ্রাদি দেবগণেতে সেবিত স্ববাহুবলেতে চালিত কৈলাশপর্ব্বত সাগরাভ্যন্তরবর্ত্তী লঙ্কানগরীর অধিপতি রাবণ বানরের পদাঘাতে অপমানিত হইয়া সবংশে বিনাশ হইয়াছেন। এবং দশরথ নামে রাজা স্ত্রীতে বিশ্বাস করিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া ক্ষুরের ধারের ন্যায় অন্তঃকরণ কঠোর নির্দয় হৃদয় কেকয়ী স্ত্রীর যাজ্ঞাতে বিড়ম্বিত হইয়া সর্ব্বজন মনোরঞ্জন নানাগুণধাম লোকাভিরাম মহামহিম শ্রীরামনামা জ্যেষ্ঠপুত্রকে বনপ্রস্থাপন করিয়া পুত্রশোকে প্রাণ হারাইয়াছেন।

চাণক্য কহিলেন হে রাজকুমার শুন স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং দেবোন জানাতি কুতো মনুষ্যঃ। অতএব স্ত্রীলোকেরদের চরিত্র জানা বড় ভার। এইপ্রযুক্ত নীতি শাস্ত্রেতে বর্ণিত স্ত্রীলোকেরদের দুরাচরণ অনেকপ্রকার আছে তাহার কিছু শ্রবণ কর।

শিখর ভূমিতে বীরশেখর নামে এক রাজা অত্যন্ত কামুক

ছিলেন। তিনি এক দিবস বনমধ্যে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন দৈবাৎ সেই বনে পরমসুন্দরী নবযৌবনা এক বেণুজীবি জাতীয় কন্যা পুষ্করিণীতে স্নান করিতেছিল। তাহাকে ঐ রাজা অস্তব্যস্ত হইয়া জলহইতে উঠিয়া তাঁহার ভয়ে পলায়মানা দেখিতে পাইয়া বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত শিথিলেন্দ্রিয় হইয়াও কেবল মনের ঔৎসুক্যমাত্রেতে সেই ডোমের মাইয়াকে বলাৎকার করিতে উদ্যত হবামাত্রে সেই স্ত্রী লজ্জা ত্যাগ করিয়া রাজাকে কহিল হে মহারাজ স্থির হও ব্যগ্র হইও না আমার নিবেদনে অবধান কর। আপনি বৃদ্ধ ও বহুদর্শী আপনকার ভোগ্যা সুন্দরী নারী অনেক আছে আমি স্ত্রী বয়স্থা। আহারো দ্বিগুণঃ স্ত্রীণাং বুদ্ধিস্তাসাং চতুর্গুণা। ষড়্গুণাঃব্যবসায়াশ্চ কামশ্চাষ্টগুণঃ স্মৃতঃ। আপনি রাজা আপনকার যে ভোগিনী স্ত্রী আমি হই সে আমার বহু ভাগ্য কিন্তু তবেই আমি আপনকার ইচ্ছানুসারিণী হই যদি আপনি অন্যঅন্য স্ত্রীতে আসক্তি ত্যাগ করিয়া কেবল আমাতেই আসক্ত হন। রাজা ঐ স্ত্রীবাক্যেতে অঙ্গীকৃত হইয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া স্বরাজধানীতে আসিয়া ভক্ত পূর্ব্বভোগিনী স্ত্রীগণেতে বিরক্ত হইয়া কেবল তাহাতে অনুরক্ত ও তদাজ্ঞাবর্ত্তী হইয়া থাকিলেন। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা প্রাণেভ্যোপি গরীয়সী॥ ন দদাতি নবাভুঙক্তে কৃপণোহি ধনং সদা। কিন্তু স্পৃশতি হস্তাভ্যাং দিব্যস্ত্রীমান্ যথা জরন্॥

এইরূপে কিছু দিন গেল কিন্তু ঐ স্ত্রী উত্তমান্নভোজন ও দিব্য অট্টালিকানিবাস ও নানাবিধ বহুমূল্য বসন ভূষণ পরিধান ও দিব্য গন্ধমাল্যানুলেপনেতেও পতির বার্দ্ধক্যমাত্রেতে যথেষ্ট অত্যুত্তম সুখভোগকেও দুঃখপ্রায় জানিয়া পর যুবজনের সঙ্গবাসনাতেই অহোরাত্রি যাপন করে। দৈবাৎ একদিবস ঐ রাজার অতিবিশ্বস্ত অস্ত্রজীবি যৌবনস্থ এক বীরপুরুষকে দেখিতে পাইয়া তাহাতে অত্যন্ত আসক্তচিত্তা হইয়া দূতীর দ্বারা ঐ শস্ত্রজীবির সঙ্গে অভিলাষ সিদ্ধির কথা ধার্য্য করিয়া স্থান ও সময় না থাকাপ্রযুক্ত স্বমনস্থ সিদ্ধি করিতে না পারিয়া অত্যন্ত ব্যাকুলা হইয়া থাকে। এক দিবস নিশীথ সময়ে কোন মতে ঐ বীরপুরুষ সঙ্গে সম্ভোগ হওয়াতে নিতান্ত মুগ্ধ হইয়া ঐ স্ত্রী তাহাকে কহিল তুমি কোনপ্রকারে এ স্থান ত্যাগ করিয়া দেশান্তরে আমাকে

লইয়া চল তবে তোমার সঙ্গে সুখসম্ভোগ নির্ভয়রূপে হবে ভয়েতে যথেষ্টাচরণ হইতে পারে না। শস্ত্রজীবী কহিল এবড় ভাল কথা তুমি এক কর্ম্ম কর রাজাকে কোন প্রকারে বধ করিয়া বহুমূল্য অথচ অল্প ভার রত্নসমূহ এক পেটিকা সম্পূর্ণ করিয়া সঙ্গে লইয়া এই স্থানে আসিয়া কল্যরাত্রে থাকিবা আমি তোমাকে স্কন্ধে লইয়া রাতারাতি এদেশ ত্যাগ করিয়া দেশান্তরে যাইতে পারিব কিন্তু অত্যন্ত সাবধানে তুমি কল্য এ কর্ম্ম করিও। পরে ঐ স্ত্রী উপপতির সঙ্গে এই সকল পরামর্শ স্থির করিয়া পর দিবস নিশাযোগে তীক্ষ্ণ খড়্গধারে নিদ্রিত রাজার শিরশ্ছেদন করিয়া বহুমূল্য মণিপূরিত পেটিকা সঙ্গে লইয়া সঙ্কেত স্থানে গিয়া উপপতির স্কন্ধে আরোহণপূর্ব্বক নগরহইতে বাহির হইয়া নদীতীরে উপস্থিতা হইল।

চাণক্য কহিলেন হে রাজকুমার অতএব নীতি শাস্ত্রে কহিয়াছেন। বৃদ্ধোয়ূনাসহ পরিচয়াৎ ত্যজ্যতে কামিনীভিঃ। পরে ঐ শস্ত্রধারি ব্যক্তি নদীতীরে গিয়া ঐ স্ত্রীকে স্কন্ধহইতে নামাইয়া কহিল নদীতে বিশ্বাস করা উপযুক্ত নয় এ নদীতে কোথায় কতো জল তাহা ভালমতে জানি না। এবং জলেতে হিংস্র জলজন্তুর শঙ্কা সম্ভাবনীয় বটে প্রাণসংশয় স্থানে একদা সকলের যাওয়া বিহিত নয় যদি বিপদ হয় তবে সকলকেই এককালে নষ্ট হইতে হয়। অতএব আমি পুরুষ অগ্রে যাই ভদ্রাভদ্র বুঝিয়া আসি পশ্চাৎ তোমাকে লইয়া যাবো কিন্তু তুমি স্ত্রী একাকিনী এ অন্ধকার রাত্রিতে এ পারে থাকিবে অর্থেতেই অনর্থ ঘটে অর্থ না থাকিলে কোন ভয় থাকে না লেঙটার নাই বাটপাড়ের ভয়। ঐ স্ত্রী উপপতির এই বাক্য শুনামাত্রে তৎক্ষণে আপন অঙ্গের অলঙ্কার সকল খুলিয়া পরিহিত বস্ত্রে বন্ধন করিয়া পেটিকাসমেত তাহার হস্তে দিয়া আপনি উলঙ্গ হইয়া জলমধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিল। উপপতি সমস্ত সামগ্রীসমেত পর পারে গিয়া ঐ স্ত্রীকে কহিল ওরে রাজপতিঘাতিনী তুই ডোমের মাইয়া ছিলি বনজশাক আহারে ছিন্নজীর্ণ বস্ত্রপরিধানে কালক্ষেপণ করিতেছিলি যাহার প্রসাদে এ সুখ বিভোগ পাইয়াছিলি তাহাকে স্বহস্তেই নষ্ট করিলি তোকে বিশ্বাস কি। এই কহিয়া যাইতে উদ্যত হওয়ামাত্রে ঐ স্ত্রীর মস্তকে যেমন আকাশ ভা

ঙ্গিয়া পড়িল ও ঐ পুরুষকে কহিল ওরে শস্ত্রহস্ত বিশ্বাসঘাতক তোর মনে কি এই ছিল ইহা কহিয়া। ইতোনষ্ট স্ততোভ্রষ্টো নচ পূর্ব্বং নচাপরং। এতন্ন্যায় নযযৌ নতস্থৌ প্রায় হইয়া জলমধ্যে নগ্না মুক্তকেশী শোকভয় ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিল।

ইতোমধ্যে এক শৃগালী এক খণ্ড মাংস মুখে করিয়া ঐ নদী তটে আসিয়া এক বৃহৎ মৎস্যকে জলহইতে উঠিয়া স্থলে পড়িতে দেখিতে পাইয়া মুখের মাংসখণ্ড ত্যাগ করিয়া ঐ মৎস্য ধরিতে যাইবামাত্রেই মাংসখণ্ড নকুলে লইয়া গেল। মৎস্য ঝটিতি জলে প্রবিষ্ট হইল শৃগালী অভব্য হইয়া ভেকুয়া হইয়া থাকিল। এতদবস্থাপন্ন স্থলস্থ শৃগালীকে ঐ জলস্থ স্ত্রী দেখিয়া কহিল। নকুলে নীয়তে মাংসং মৎস্যোপি সলিলংগতঃ। মৎস্যমাংসপরিভ্রষ্টা কিংনিরীক্ষসি জম্বুকি। ইহার অর্থ হে শৃগালি নকুলেতে মাংসনীত হইল মৎস্যও জলে গেল তুমি মৎস্য ও মাংস এই উভয় পরিভ্রষ্ট অর্থাৎ দুই ছাড়া হইয়া কি দেখিতেছ। শৃগালী কহিল আত্মছিদ্রং নজানাসি পরছিদ্রানুসারিণী। স্বহস্তেন পতিংহত্বা জলে তিষ্ঠতি নগ্নিকা। ইহার অর্থ তুমি আপনার ছিদ্র অর্থাৎ দুশ্চরিত্র জান না অর্থাৎ মনে স্মরণ কর না অথচ পরের ক্ষুদ্র ছিদ্র অনুধাবন কর আপনি হাতে পতিকে নষ্ট করিয়া লেঙ্টা হইয়া জলে দাঁড়াইয়া আছ। ঐ স্ত্রী শৃগালের এই কথা শ্রবণমাত্রে অত্যাশ্চর্য্য মানিয়া চমৎকারে ক্ষণমাত্র স্তব্ধ হইয়া থাকিল।

চাণক্য কহিলেন হে রাজপুত্র অতএব নীতিজ্ঞেরা কহিয়াছেন পরস্ত্রী পরপুরুষের পরস্পর অনুরাগ ও হত্যা ও মদপান এই সকল দুষ্কর্ম্ম লোকে অতি গোপনেই করে কিন্তু প্রায়ঃ পরঘট অর্থাৎ অন্যে অবশ্যই জানিতে পারে। অনন্তর ঐ স্ত্রী কৃতাঞ্জলি হইয়া এ শৃগালী অবশ্য কোন দেবরূপিণী হইবেন ইহা মনে নিশ্চয় করিয়া সবিনয় বাক্যে ঐ শৃগালীকে প্রার্থনা করিল হে শিবে মাতঃ এখন আমি কি করিব আমাকে বুদ্ধি দেও। শিবা কহিল যাও যাও গৃহে যাও যাবৎ রাত্রি আছে ঘরে গিয়া এই কহিও ডাকাৎ পড়িল রে আমার স্বামিকে মা

রিল রে। শৃগালী ঐ স্ত্রীকে এইরূপ উপায় প্রদর্শন করিয়া গেল। সে স্ত্রী পুনর্ব্বার স্বালয়ে গিয়া তদনুরূপ করিল।

চাণক্য কহিলেন রাজকুমার এ নীতি কথার তাৎপর্য্য এই। স্ত্রী ও শস্ত্রহস্ত ও রাজা এই সকলেতে বিশ্বাস করিবে না ও অকস্মাৎ বহুকালীন সেবক জনকে ত্যাগকরিয়া নব্য লোকেতে অনুরাগ যে করে তাহার ভাল হয় না ও স্বামিদ্রোহ যে করে সে দুরবস্থাপ্রাপ্ত অবশ্য হয় ও ভাবি আশ্রয়কে সম্যক পরীক্ষা না করিয়া পূর্ব্বাশ্রয় ত্যাগ করিবে না। অতএব নীতি শাস্ত্রে কহিয়াছেন।

চলত্যেকেন পাদেন তিষ্ঠত্যেকেন বুদ্ধিমান।
মা সমীক্ষ্য পরংস্থানং পূর্ব্বমায়তনং ত্যজেৎ॥
অকস্মাদ্দ্বেষ্টি যোভক্ত মাজন্ম পরিষেবিতং।
নব্যঞ্জনং কাময়তে ত্যাজ্যো নৃপইবাতুরঃ॥
নখিনাঞ্চ নদীনাঞ্চ শৃঙ্গিণাং শস্ত্রপাণিনাং।
বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষুচ॥
স্ত্রীপুম্বচ্চেৎপ্রভবতি তদা তদ্ধিগেহং বিনষ্টং ইত্যাদি॥ ইতি প্রবোধ চন্দ্রিকায়াং তৃতীয় স্তবকে দ্বিতীয়ং কুসুমং।

## তৃতীয় কুসুম।

চাণক্য কহিলেন হে ভোজরাজ আর এক কথা শ্রবণ কর। বেগবতী নামে এক নদীতে মণ্ডূক অর্থাৎ ব্যাংজলবেগে পড়িয়া আলম্বনাভাবে ব্যাকুল হইয়া জলমধ্যে বেগগামী বৃহৎ শরীর এক সর্পের পৃষ্ঠোপরি আরোহণ করিল। এইরূপে সর্প ভেক বাহন হইয়া মনে বিবেচনা করিল এইক্ষণে ব্যাঙভক্ষণার্থ যত্ন করিলে বিফল হইবে ব্যাঙ কাষ্ঠ ভ্রমে আমার উপরে উত্থান করিয়াছে তদ্ভক্ষণার্থ চেষ্টাতে গাত্র লাড়িত হইলে আমাতে যে তাহার অচেতন ভ্রান্তি তাহা দূর হইবে। উল্লম্ফ দিয়া জল প্রবিষ্ট হইলে আমার অনায়ত্ত হইবে তখন আয়ত্ত করা দুষ্কর। সম্প্রতি আমাকে নিশ্চেতন বুঝিয়া নিশ্চিন্তই আছে আমিও

পারপ্রাপ্তিপর্য্যন্ত অচেতন ন্যায় হইয়াই থাকি এ ভেকুয়া ব্যাঙ তো আমার হাতেই আছে তবে আমার উপরে ব্যাঙের আরোহণজন্য যে আমার অপমান তাহা স্বার্থসিদ্ধ্যর্থ স্বীকর্ত্তব্য। অপমানং পুরস্কৃত্য স্বকার্য্যং সাধয়েদ্বুধঃ। ইহা নীতিজ্ঞেরা কহিয়াছেন। অতএব পার যাওয়াপর্য্যন্ত ভেকবাহক হইয়াই থাকিতে হইল। পার পাইলে পর এ ব্যাঙ আমার উপরে আরোহণের ফলভাগী হইবে। এইরূপ মনে করিয়া সর্প ভেক বাহক হইয়া নদীমধ্যে বেগে যাইতেছে। ইতোমধ্যে তীরের বৃক্ষস্থ এক কাক ঐ ভেকবাহন সর্পকে দেখিতে পাইয়া হাঁসিতে লাগিল। সর্প পক্ষিধূর্ত্ত কাককে হাঁসিতে দেখিয়া কহিল ওরে কাক কেন হাঁসিতেছিল্ সর্প কখনো ভেকবাহন হয় না তবে যে আমি হইয়াছি সে কেবল সময়প্রতীক্ষা করিতেছি। ঘৃত ভোজনেতে অন্ধ ব্রাহ্মণের ন্যায়।

রাজপুত্র কহিলেন সে কেমন। চাণক্য কহিতেছেন চোল দেশেতে এক ব্রাহ্মণ থাকেন তিনি বহুকালপর্য্যন্ত শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া অধিক বয়সে এক বিবাহ করিলেন। নিত্য প্রাতঃস্নায়ী ও হবিষ্যাশী একাহারী ঋতুকালাভিগামী হওত গার্হস্থ্যআশ্রমে থাকেন কিন্তু তাঁহার যুবতী স্ত্রীর তাঁহাতে সন্তোষ হয় না। যথেষ্টাচারী বলিষ্ঠ অন্য এক যুবা পুরুষেতে অত্যন্ত আসক্তা হইল। ব্রাহ্মণ অনুসন্ধান করিয়া তাহা টের পাইয়া আপনার স্ত্রীর উপপতিকে ধরিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া কোনপ্রকারে ধরিতে না পারিয়া মনে যুক্তি করিয়া একদিন রাত্রিযোগে আলোঘরে রাতুকানার মত হাতড়াতে লাগিলেন। তাঁহার ব্রাহ্মণী তাহা দেখিয়া কহিল একি দীপ মীন্ মিনিয়া জ্বলিতেছে না দপ্‌দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে ফরসা লেকড়ার সলিতা তেলেতেও কাইট নাই আলো ভালো হইয়াছে। ও মা এ কি ভ্রূকুটি লোক আঁধার কাণাই হয় তুমি যে আলো কাণা হইলা। ব্রাহ্মণ কহিল তাহাই বটে ঈশ্বর আমাকে চক্ষুষ্মত্ত্বে অন্ধ করিয়াছেন। এই দেখ চক্ষুর বৈলক্ষণ্য কিছুমাত্র নাই না ছানি না ফুলি কিছুই পড়ে নাই কিন্তু কিছু দেখিতে পাই না না জানি পর পর বাড়াবাড়ি কিপর্য্যন্ত হয় ইহা বুঝিতে পারিতেছি না। ব্রাহ্মণী কহিল কেন২ এমন কেন হইল। ব্রাহ্মণ কহিল এক দিবস হইল রাজ

বাটীতে ভোজন করিতেছি তাহাতে উত্তম ঘৃতপক্ক মিষ্টান্ন প্রচুর ভোজন করিয়াছি মধুমিশ্রিত ঘৃতপানও যথেষ্ট করিয়াছি। রাজার সংসার কোন দ্রব্যের অপ্রতুল নাই যাহা চাই তাহাই যথেষ্ট পাই ঘৃতও বড় উগ্র শক্তি হয় বুঝি তাহাতেই ধাতু রুক্ষ হইয়া দৃষ্টির ন্যূনতা হইয়াছে। তুমি আজি অবধি আমাকে যেন কদাচ ঘৃতপক্ক দ্রব্য ভোজন করিতে দিও না সাবধান হইও। চক্ষুর সমান ধন নাই চক্ষু থাকিলেই সকল দেখিতে পায়। ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণী মনে২ বড় আনন্দিত হইয়া মনে করিল ঈশ্বর এতদিনে আমার মানস সম্পূর্ণ বুঝি করিলেন আজি হইতে আমি অন্ন ব্যঞ্জন পিষ্টকাদিতে যথেষ্ট সদ্যোঘৃত দিয়া ইহাঁকে ভোজন করাইব তবেই ইঁহার যৎকিঞ্চিৎ যে দৃষ্টি আছে তাহাও থাকিবে না জন্মান্ধপ্রায় হইবেন। আমি অহোরাত্র স্বচ্ছন্দরূপে প্রিয়তমের সঙ্গে নানা রসরঙ্গে থাকিব। এই মনে করিয়া পতিকে কহিল কি চাহ আমাকে কহ আমি থাকিতে ব্যামোহ স্বীকার কেন কর শীঘ্র শয়ন কর রাত্রিজাগরণে ধাতু কটু হয় চক্ষুঃপীড়া কটুতাতেই বাড়ে। এইরূপ কহিয়া ব্রাহ্মণকে শয়ন করাইয়া উপপতি ভাবনা করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ শয়ন করিয়া চিন্তা করিলেন ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্যভিচার দোষের চাক্ষুস্ প্রত্যক্ষ ব্যতিরেকে দণ্ডবিহিত হয় না সংশয়মাত্রে দণ্ড করা উচিত নয় যেমন মৃত্যুর অবধারণবিনা মৃত্যুলক্ষণদ্বারা মরণ সম্ভাবনামাত্রে দাহাদিকার্য্য কর্ত্তব্য নয়। অতএব এ ব্যভিচারিণী ভ্রষ্টার যে দিন ব্যভিচার দোষ দেখিব সেই দিন ইহার সমুচিত দণ্ড করিয়া বিভ্রাট ঘটাইব। সংপ্রতি যতো কুটিনাটি করিতেছে তাহা করুক।

অনন্তর ব্রাহ্মণী প্রাণপণ চেষ্টাতে বিস্তর ঘৃত আহরণপূর্ব্বক অন্ন ব্যঞ্জনাদিতে যথেষ্ট করিয়া দিয়া ব্রাহ্মণকে প্রত্যহ ভোজন করাইয়া পতির হস্তমুখ প্রক্ষালন ও আপনার বস্ত্রাঞ্চলেতে প্রোঞ্ছন করত কপট পতিসেবা করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ পরম সুখে ঘৃতাক্ত অন্ন ব্যঞ্জন রোটিকাদি ভোজনকরণ কালে ভার্য্যাকে প্রতি দিন জিজ্ঞাসা করেন কেমন অন্নাদিতে ঘৃত তো দেও না। ব্রাহ্মণী কহে ঘৃত বড় দুর্ম্মূল্য আমি কড়ি কোথা পাবো যে অন্নাদিতে ঘৃত দিব তোমার যতো ধন আছে তাহা

তুমি জান আমি কি অন্য স্ত্রীর মত পরপুরুষগামিনী আমার কি উপপতির ধন আছে। অতিবড় আক্রা ঘৃত কোথা পাবো। সংসারের যে অসুসার তাহা কি কহিবো। তুমি উপায়কর্ত্তা ঘরে বসিয়া থাকিলা। কোথাও যাও না কিছু আনো না কোথা হইতে কিছু পাওয়া যায় না ঘরের যতো যোত্র তাহা সকলেই জানে এক ব্যঞ্জন ভাত হওয়া ভার। ঘি আবার কোথাহইতে হইবে আমি যেই মাইয়া তেঁই ঘরকন্না চলে। ব্রাহ্মণ কহিল তুমি রাগ করিও না আমি তোমাকে সাবধান হবার জন্যে কহিলাম। তুমি আমার পতিব্রতা সাধ্বী স্ত্রী জন্মান্তরীয় পুণ্যরাশির পরিপাক ফলে তোমাকে পত্নী পাইয়াছি। তুমি যে আমার আজ্ঞার বহির্ভূতা হইবা এমন কি হইতে পারে। ব্রাহ্মণী কহিল এইতো বটে তবে যে কতক গুলা এলোমেলো কথা কহ তাহা শুনিবামাত্রে অমনি গা জ্বলিয়া যায়। এইরূপে ব্রাহ্মণ প্রতি দিন অনায়াসে ঘৃত ভোজন করিতেং হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণী সর্ব্বদা জিজ্ঞাসা করে কেমন এখন দেখিতে পাও। ব্রাহ্মণ কহে আর অধিক কি দেখিতে পাইবো যৎকিঞ্চিৎ যে দৃষ্টি ছিলো তাহাও পরপর যাইতেছে।

ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণী মনেং অতিহৃষ্টা হইয়া তদবধি কএক দিবস অধিক ঘৃত খাওয়াইয়া এক দিবস পতিকে জিজ্ঞাসিল কেমন এখন বুঝি চক্ষুঃপীড়া ভালো হইয়া থাকিবে। ব্রাহ্মণ কহিল ভালো কি হইবে এখন কিছুমাত্র চক্ষে দেখিতে পাই না এককালেই দুই চক্ষু গেল। ইহা ব্রাহ্মণী শুনিয়া মনে করিল যাউক আপদ্ শান্তি হইল এখনঅবধি এই ঘরে প্রাণেশ্বরের সঙ্গে পরম সুখে বাস করিব। ইহা মনে করিয়া সেই দিবস এক গৃহে পতি উপপতি দুইকে লইয়া সহবাস করিল এবং কহিল কড়াইতে দুগ্ধ আছে বিড়ালটা বড় দুষ্ট অনেক যত্ন করিলাম বাহির হইলো না মাচার উপরে গিয়া থাকিল মরুক যাউক মেনে আর পারি না ইহা কহিয়া পতির নিকটে উপপতিকে লইয়া থাকিল। কিছু অধিক রাত্রি হইলে পর ব্রাহ্মণ কহিল যা যা বিড়ালে সকল দুগ্ধ খাইল সাড়া যে পাই ইহা কহিয়া হঠাৎ উঠিয়া দ্বারের কপাটে খিল দিয়া ঐ উপপতি বেটার ঝুঁটি ধরিয়া মুষ্টি প্রহারে শ্বাসমাত্র অবশিষ্ট করিয়া ফেলাইল এবং স্ত্রীর নাক

কাণ কাটিয়া মাথা মুড়াইয়া দূর করিয়া দিল। ইতি প্রবোধ চন্দ্রিকায়াং তৃতীয় স্তবকে তৃতীয়ং কুসুমং।

## চতুর্থ কুসুম।

চাণক্য কহিলেন হে রাজকুমার অতএব প্রজাহিতৈষি দয়ালু বিদ্যাবৃদ্ধ মুণিগণেরা কাব্য পুরাণ ইতিহাস সংহিতা নিবন্ধ সংগ্রহপ্রভৃতি গ্রন্থেতে শৃঙ্গারাদি নবরসের উদ্দীপক বাক্যপ্রবন্ধেতে সমুদ্র নদী সরোবর ভূগোল পর্ব্বতপক্ষি মৃগ পুষ্প বন উপবন পুষ্করিণীপ্রভৃতির শোভার নিষ্কল বর্ণনদ্বারা পুরুষেরদের স্বভাবত বহির্মুখ চঞ্চলচিত্তের আকর্ষণ করিয়া রাজধর্ম্মাদি বিবিধধর্ম্মেতে প্রজারদের বিষয়াসক্ত চিত্তকে অভিমুখ করিয়া তাহাতেই স্থিরীকরণার্থে দেবতা ঋষি রাজর্ষিপ্রভৃতি প্রস্তাবের উপলক্ষে প্রমাণ উপন্যাসার্থে অনেক অলৌকিক বর্ণনা করিয়া ধর্ম্ম উপাদেয় অধর্ম্ম হেয় পরমেশ্বর ভজনীয় তদন্য তজ্যনীয় এই চারি সমস্ত বেদের তাৎপর্য্য অর্থ সিদ্ধ করিয়াছেন। যেমন রাজকীয় পরিবারেরা রসযুক্ত সত্য মিথ্যা কোন কথা প্রসঙ্গে রাজার মন বশীভূত করিয়া সঙ্গতিমতে স্ববন্ধুর কার্য্য রাজাকে জানাইয়া তদর্থ সিদ্ধি করিতে যদি যত্ন করে তবেই স্ববন্ধুর সে কার্য্য প্রায়ঃ সিদ্ধ হয় নতুবা রাজসাক্ষাতে সময় অসময় বিচারব্যতিরেকে হঠাৎ স্ববন্ধু কার্য্য নিবেদনে তাহার ব্যাঘাত হয়। এবং স্থূলারুন্ধতী দর্শন ন্যায়ে শাস্ত্রের সূক্ষ্মসার গ্রহণার্থে স্থূল অসারার্থোপদেশও কতক আছে।

সে ন্যায় এতদ্রূপ অরুন্ধতী নামে এক সূক্ষ্ম তারা আকাশে আছে তাহার নিকটে উত্তরোত্তর স্থূল কএক তারা আছে তাদৃশ অরুন্ধতী তারার জিজ্ঞাসু শিষ্যকে গুরু প্রথমতঃ অতি স্থূল তারাকে এই অরুন্ধতী তারা দেখ এতাদৃশ উপদেশ করেন। পরে সেই তারাতে শিষ্যের দৃষ্টির স্থৈর্য্য জানিয়া সে তারা অরুন্ধতী নয় কহিয়া সে তারাহইতে কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম অন্য এক স্থূল তারাকে এই অরুন্ধতী তারা দেখ এতদ্রূপ উপদেশ করেন। এতদ্রূপে শিষ্যকে ক্রমে২ গুরু পরমসূক্ষ্ম অরুন্ধতী তারা প্রদর্শন

করান্ যেহেতুক হঠাৎ দুর্লক্ষ্য পদার্থের অবধারণ লোকের হওয়া ভার অল্পে২ করিলেই সূক্ষ্মার্থের স্থিরতর অবধারণ হয়। এই কারণে শাস্ত্রে পুরুষের বুদ্ধ্যনুরোধে অসদর্থ কথনও আছে আপাতদর্শি স্থূলার্থ গ্রাহিলোকেরা শাস্ত্রের এই তাৎপর্য্য বোধ না করিয়া সেই অসদর্থ সদর্থ বুঝিয়া নাস্তিকাদির মতে প্রবৃত্ত হয়। অতএব হে রাজপুত্র শাস্ত্রের নিগূঢ়ার্থ ও তদাচরণ তৎপরতা হওয়া ঈশ্বরানুগৃহীত পুরুষেরদের বহুপুণ্যের ফল। কৈমুতিক ন্যায়ে রাবণ কুম্ভকর্ণাদিরা বল বীর্য্য প্রতাপ মহৈশ্বর্য্যশালী হইয়াও পরস্ত্রীহরণাদি দোষে অতিক্ষুদ্র নরবানরাদিহইতে সবংশে নিপাত হইয়াছে। ইদানীন্তন অত্যল্প বলবীর্য্যৈশ্বর্য্য সম্পন্নেরা তাদৃশ দোষেতে যে নিপাত হইবে তাহা কি কহিব। শাস্ত্রেতে অলৌকিক অদ্ভুত বর্ণনার ইত্যাদি তাৎপর্য্য না জানিয়া কেবল অসত্য বর্ণনা জ্ঞানমাত্রে স্থূলদর্শি লোকেরা তাদৃশ বর্ণনাসম্বলিত শাস্ত্রকে ন্যক্কার করেন।

হে রাজকুমার আর শুন রাজার স্ত্রীতে আসক্তি দোষের ন্যায় অবিরত মৃগয়া দ্যূতক্রীড়া মদ্যপান কাম ক্রোধ লোভ হর্ষ মান মদ এ সকল ত্যাজ্য। ক্রোধ অবিচারে প্রাণিদ্রোহ বুদ্ধি। লোভ ধনেতে অত্যন্ত লোলুপতা। হর্ষ অকারণ প্রাণি হিংসাজনিত পরিতোষ। মান মান্য লোকের অপমানকরণ বুদ্ধি। মদ স্ববল দর্পকৃত উৎসাহ। এই সকল দোষ একৈকে রাজলক্ষ্মী বিনাশের কারণ হয়। এ সমস্ত দোষরহিত যে রাজা সেই স্থিররাজলক্ষ্মীক নিত্য সুখী হয় এই সকল দোষেতে প্রাচীন সম্রাট রাজারদেরও বিভ্রাট হইয়াছে। ইদানীন্তন অর্ব্বাচীন রাজারদের বিপদ্ যে হবে সে কি বিচিত্র। এতাদৃশ কৈমুতিক ন্যায়ে হিতোপদেশ সিদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে পুরাণাদিতে প্রাচীন পণ্ডিতেরা অনেক পুরাতন মহারাজপ্রভৃতির ভূয়োভূয়ঃ বহুধা সাধুস্বরূপাখ্যান করিয়া ও তত্তদ্দোষ পরীহারার্থে দোষাখ্যানও করিয়াছেন।

ইহা শুনিয়া রাজপুত্র কহিলেন সে কিপ্রকার। চাণক্য কহিতেছেন শুন। পূর্ব্বকালে পাণ্ডু নামে এক রাজা পরম ধার্ম্মিক হইয়াও অত্যন্ত মৃগয়াসক্ত ছিলেন। তিনি এক দিবস বনমধ্যে

মৃগ অন্বেষণ করিতে২ দৈবাৎ মৃগীতে আসক্ত এক মৃগকে নষ্ট করিয়া ছিলেন সেই অপরাধে তিনি স্বস্ত্রী সম্ভোগ করত গতপ্রাণ হইয়াছেন। এবং দশরথ নামে এক রাজা পৃথিবীতে ইন্দ্রতুল্য ছিলেন কিন্তু অত্যন্ত মৃগয়াতে আসক্ত। তিনি একদা মৃগয়ার্থে অতিনিবিড় বনে গিয়া অদৃষ্ট স্থানে নদীহইতে কলসে জলপূরণ করিতেছিল এক ব্রাহ্মণবালক তাহার ঘটে জলপুরার শব্দেতে মৃগের ধ্বনিভ্রমে হরিণজ্ঞান করিয়া সেই বালককে শব্দভেদি বাণে বধ করিয়া তদপরাধে আয়ুঃস্বত্ত্বে স্বপুত্র বিয়োগে ব্যাকুল হইয়া গতপ্রাণ হইয়াছেন।

চাণক্য কহিলেন হে রাজপুত্র অন্যের কথা কি কহিব ঈশ্বরা বতার রামচন্দ্র মৃগয়ার দোষপ্রদর্শন করাইয়া রাজপুত্রেরদের শিক্ষার্থে মায়াতে রত্নময় মৃগরূপি মারীচনামা রাক্ষসকে নষ্ট করিয়া মৃগয়াতে আসক্তিরূপ ক্রীড়াতে স্বভার্য্যাকে হারাইয়া লোক দৃষ্টিতে বিবিধ দুঃখভাজন ন্যায় হইয়াছেন। আর পুণ্য শ্লোক নলরাজা ও ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়াতে সর্ব্বস্ব হারি য়া মহারণ্যে ভ্রমণ পরগৃহবাস পরান্নভোগাদি নানা ক্লেশ অনুভব করিয়া কালক্ষেপ করিয়াছেন। যদুবংশেরা অতিশয় মদ্যপানে মহামত্ত হইয়া কেশাকেশি অর্থাৎ চুলাচুলি মুষ্টামুষ্টি অর্থাৎ কিলাকিলি গুতাগুতি ও গালাগালি লাফালাফি কুঁদা কুঁদি চড়াচড়ি মারামারি কামড়াকামড়ি লাথালাথি হুড়াহুড়ি ধুমাধুমি করিয়া সকলে প্রাণ হারাইয়াছেন। বৃহদশ্বনামা সূর্য্যবংশীয় রাজা দণ্ডকদেশাধিপতি মৃগয়াতে বনে গিয়া ভৃগু মুনির কন্যাকে বলাৎকার করিয়া ভৃগুমুনির শাপে ভস্মবৃষ্টিতে স্বদেশসুদ্ধ সবংশে বিনাশ পাইয়াছেন। সে দেশ অদ্যাবধি দণ্ড কারণ্য নামে লোকপ্রসিদ্ধ আছে। আর জনমেজয় নামে রাজা পুত্রকামনাতে পুত্রেষ্টি নামে যজ্ঞ করিয়াছিলেন সেই যজ্ঞেতে ঐ রাজার পত্নীতে পুত্র না হইয়া কন্যা হইল। পরে রাজা উন্মান্বিত হইয়া যাজক ব্রাহ্মণেরদের কর্ম্ম বৈগুণ্য করণাপরা ধেই আমার যাগের ফল বৈপরীত্য হইল ইহা মনে নির্দ্ধারিত করিয়া পুরোহিতপ্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগকে সাক্ষাতে আনাইয়া অতি শয় রোষাবেশে আস্ফালন আস্কন্দন ঘন গর্জন তর্জন ভর্ৎসন

তাড়ন করত ব্রাহ্মণেরদের উপরে প্রতাপ বিক্রম প্রকাশ করিয়া তদ্দোষেতে অভিহত হইয়াছেন।

আর ঐল নামে এক রাজা পূর্ব্বকালে অতিলোলুপ অর্থমাত্র তৎপর অতিবড় ছিলেন তিনি বলে ছলে প্রজাদের সর্ব্বস্ব অপ হরণ করিয়া সকল লোককে অত্যন্ত নিষ্পীড়িত করিলেন। তদ্দুঃখেতে বাধিত প্রজারা সকলে যুক্তি করিয়া ধিঁগ হইয়া রাজসাক্ষাতে আসিয়া নিবেদন করিল হে মহারাজ আমরা সকলে তোমার প্রজা রাজার ঔরস সন্তান ও প্রজা এই দুই অবিশেষ। এবং প্রজাপালন রাজার পরম ধর্ম্ম তুমি স্বধর্ম্মত্যাগ করিয়া কুম্ভীরের ন্যায় আমারদিগকে গিলিতে লাগিলা ও ধন লোভে অন্যায়েতে আমারদের জীবনস্বরূপ ধনাকর্ষণ যেমন ডাইন লোকের শরীরহইতে রক্ত আকর্ষণ করিয়া স্বোদর পূরণ করে তেমনি করিতেছ। আমরা সকলেই নিঃস্ব হইয়া অন্ন বস্ত্রপর্য্যন্ত রহিত হইয়াছি কেবল পরমায়ুর্বলে শ্বাসমাত্র অবশেষে বাঁচিয়া আছি। ঈশ্বর কি এ পৃথিবী তোমারি নিমিত্তে সৃষ্টি করিয়াছেন এই মনে নিশ্চয় করিয়াছ। তাঁর অনুপম ভয়ানক ক্রোধহইতে তোমার কি ভয় কিঞ্চিন্মাত্রও নাই। তোমার ভূমিতে হল প্রবাহ ও বীজ বপন যে করি তাহার কিছুমাত্র সংযোগ নাই তবে তোমার ভূমি রাখিয়া আমরা কি করিব তোমার ভূমি তুমি এই লও এই কহিয়া এককালে ডেলা পাটিখেল বৃষ্টিতে ঐল রাজাকে চূর্ণ করিয়া মারিয়া ফেলিল।

আর শুন দণ্ডকারণ্যে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যাভিজ্ঞ কামরূপী মহা অসুর বাতাপি ইল্বলসংজ্ঞক দুই ভ্রাতা ছিল। তাহারা অকারণ পরহিংসারসেতে বড় রসিক ছিল অনেক বনবাসি মুনিদিগকে নিষ্কারণ নষ্ট করিত। তাহার প্রকার এই। ঐ দুই ভ্রাতা প্রত্যহ ঋষিদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বালয়ে আনিয়া পশুরূপী এক ভ্রাতাকে অন্য ভ্রাতা নষ্ট করিয়া তন্মাংস উত্তমরূপ পাক করিয়া ঋষিরদিগকে ভোজন করাইত। মুনিরা ভোজন করিয়া উত্থিত হইবামাত্রে জীবদ্ভ্রাতা মৃত ভ্রাতাকে হে ভ্রাতঃ আইস২ এতদ্রূপে সম্বোধন করিবামাত্রে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যাবলে প্রাপ্ত দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ হইয়া মুনিভুক্ত ঐ ভ্রাতা মুনির উদর

বিদারণ করত বহির্নির্গত হইয়া ভ্রাতার গলে লাগিত। মুনি গতপ্রাণ হইয়া ভূতলে পড়িতেন। ঐ দুই ভ্রাতা পরস্পর কণ্ঠ ধরিয়া অতিশয় হর্ষে গদগদ হইয়া অমনি ঢলিয়া পড়িত। এই রূপে ঐ কামরূপী দুই ভ্রাতা মায়াতে কখনো কোন রূপধারণ পূর্ব্বক বনেবনে ভ্রমণ করিয়া ফিরিত ও অনেক মুনিদিগকে নষ্ট করিত। দৈবাৎ এক্ দিবস ত্রিকালজ্ঞ মহাতেজস্বী মৈত্রাবরুণ পুত্র অগস্ত্যনামা মুনিকে দেখিতে পাইয়া হিংসাতে উন্মত্ত ঐ দুই ভ্রাতা অতিশিষ্টরূপে বিনয়বাক্যে ভোজনার্থে নিমন্ত্রণ করিয়া বাতাপি পশুরূপী ইল্বল ভ্রাতার মাংস ভোজন ঐ মুনিকে করাইল। মুনি জানিয়াও না জানা প্রায় হইয়া উদরের অগ্নি জাজ্বল্যমান করিয়া যেমনং তন্মাংসখণ্ড ভোজন করিতে লাগিলেন তেমনি নিঃশেষতঃ সকলি ভস্ম হইতে লাগিল। মুনি ভোজন করিয়া উঠিবামাত্রে বাতাপি হে ইল্বল আইসং এইরূপে বারবার ডাকিতে লাগিল। মুনির উদরে ইল্বল নিঃশেষ পাক পাইয়া আর বাহির হইতে পারিল না। অগস্ত্য কহিলেন আমাকে তুমি জান না আমি অগস্ত্য মুনি আমার নাম করামাত্রে অন্যের ভুক্ত গরিষ্ঠ দুষ্পাচ দ্রব্য পাক পায় আমার এই উদরে সমুদ্র শুষ্ক হইয়াছে। তুমি ভ্রাতাকে আর কোথা পাইবা। পরমেশ্বরীয় পাকশক্তির অবতার আমি আমার উদরে যে পড়ে সে তৎক্ষণমাত্রে ভস্ম হয়। মুনির এই বাক্য শুনামাত্রে বাতাপি অতিশয় রোষাবেশে অত্যন্ত ভয়ানক নিজ মূর্ত্তি ধরিয়া ও মুখবিস্তার করিয়া মুনিকে খাইতে যাইতে উদ্যক্ত হবামাত্রে মুনির হুঙ্কারে দগ্ধ হইয়া ভস্মরাশি হইল।

এই বিষয়ে আর এক কথা শুন। অত্যন্ত পারদারিক পর হিংসাকৌতুকী এক জবন রাজা ছিল সে গর্ভিণী স্ত্রীর গর্ভে বালক কিপ্রকারে থাকে তাহা দেখিব এই কৌতূহলে কৌতুকী হইয়া গর্ভিণী স্ত্রীকে আনিয়া তাহার সম্পূর্ণ গর্ভ বিদারণ করিয়া গর্ভস্থ শিশুকে দেখিত। এইরূপে সেই কদর্য্য পাপিষ্ঠ জবন রাজ অন্তরাপত্যা নারীকে প্রাণে মারিয়া যৎকিঞ্চিৎ ক্ষণিক কৌতুক দর্শনজন্য সুখার্থে স্ত্রীহত্যা ও ভ্রূণহত্যারূপ পাপ করিত এবং মহানদীমধ্যে ভরা নৌকা ডুবিলে লোকেরা কি করে এই মনোরথে আরূঢ় হইয়া বালবৃদ্ধ যুবতী যুবা জনেতে সংপূর্ণ

নৌকা নদীমধ্যে ডুবাইয়া দিয়া কৌতুক দেখিতো। এই প্রকারে কৌতূহলদর্শনে ক্ষণিক আত্মমনঃসন্তোষার্থে বহুতর মহাপ্রাণি হিংসা করিয়া অত্যল্পকালেতেই শত্রুহস্তপতিত হইয়া তীক্ষ্ণ ধার খড়োতে খণ্ড২ হইয়া অকারণ পরহিংসার ফল লোকেতে প্রকাশ করিয়া নরকগামী হইল।

আর দুর্য্যোধন নামে রাজা অত্যন্ত মানী ও দুরাগ্রহী ও দুর্ম্মদ ছিলেন তিনি পাণ্ডবেরদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া স্বপ্রাণ রক্ষার্থে জলস্তম্ভ বিদ্যাবলে অগাধ জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া লুকাইয়া থাকিলেন। পশ্চাৎ তাঁহার শত্রু ভীমসেন অনুসন্ধানে জানিতে পাইয়া দুর্য্যোধন অভিমানী দুঃসহ কঠোর বাক্য শুনিয়া জলমধ্যে কখনো থাকিতে পারিবে না অবশ্য জলহইতে উঠিয়া আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে তটে আসিবে ইহা মনে নিশ্চয় করিয়া ঐ জলসমীপে আসিয়া গর্জন তর্জন ভর্ৎসন করত অসহ্য মর্ম্মান্তিক প্রচুর নিষ্ঠুর বাক্যে দুর্য্যোধনের অপমান করিতে লাগিলেন। তাহাতে অভিমানী দুর্য্যোধন ভীমকৃত তিরস্কার সহিতে না পারিয়া জলমধ্যহইতে রোষাবিষ্ট হইয়া উঠিয়া ভীমের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ যুদ্ধে ভীমকৃত গদাপ্রহারে চূর্ণ ঊরুস্থল হইয়া দুর্য্যোধন নষ্ট হইলেন। যদি দুর্য্যোধন অপমান সহ্য করিয়া জলমধ্যে থাকিতো তবে নষ্ট হইতো না। অতএব এতাদৃশ স্থলে রাজা অপমানসহিষ্ণু হইবেন।

আর কুম্ভোদ্ভব নামে এক অসুররাজ অত্যন্ত স্ববলে মদোন্মত্ত ছিলেন তিনি স্ববাহুবলে দেবদানব যক্ষ রাক্ষস গন্ধর্ব্ব কিন্নর নর সমূহকে জয় করিয়া আমি দিগ্বীজয়ী এই ত্রিভুবনে আমার প্রতিযোগী কেহ নাই এই অভিমানে অভিভূত হইয়া নারদমুনিকে প্রার্থনা করিল হে নারদ মুনি আপনি সর্ব্বত্রগামী সর্ব্বদর্শী জগতের মধ্যে আমার প্রতিবল যদি কোথাও কাহাকে জানেন তবে তাহাকে আমাকে দেখাউন। এইরূপে নারদমুনি কুম্ভোদ্ভব কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া ধনুর্ব্বিদ্যাতে পারগ নরমুনি নামে এক ব্যক্তিকে দেখাইয়া দিলেন। কুম্ভোদ্ভব তাঁহার নিকটে গিয়া সিংহনাদ বাহুপ্রস্ফোট অহমিকা আত্মশ্লাঘাদি করিয়া যুদ্ধার্থে তাঁহাকে আহ্বান করিল। তাহাতে নরমুনি তাহার প্রতি

কটাক্ষ করিয়া শরপত্রগুচ্ছহইতে এক গর্ভ তৃণ আকর্ষণপূর্ব্বক মন্ত্রপূত করিয়া কুম্ভোদ্ভবের উপরে প্রক্ষেপ করিলেন। ইহারি নাম ঐষিকাস্ত্র তাহাতেই তাদৃশ কম্ভোদ্ভব দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হইল।

চাণক্য কহিলেন হে রাজকুমার দেখ। ত্রিভুবনবিজয়ী সহায় সম্পত্তি বলেতে সম্পন্ন রাজা কেবল অহঙ্কার দোষেতে কোমলতর গর্ভতৃণমাত্রের একবার প্রহারেই ভস্মসাৎ হইল। বিদ্যা যৌবন ধন রাজ্যাধিকার চতুরঙ্গিণী সেনা সম্পত্তিমত্ত তাতে উন্মত্ত হইও না গর্ব্বকে খর্ব্ব করিও তাহাতে কদাপি মূর্খ হইও না। যে পরমেশ্বরেচ্ছাতে সমুদ্র স্থল এবং স্থল সমদ্র ও ধূলিকণা পর্ব্বত ও পর্ব্বত ধূলিকণা এবং তৃণ পর্ব্বত ও পর্ব্বত তৃণ ও অগ্নি জল ও জল অগ্নি হয় তিনি চেতন আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী নিত্য জাগরূক যদ্যপি সর্ব্বংসহ হউন তথাপি অহঙ্কার ও কপটের গন্ধমাত্র সহেন না। রাজার বিনয় বড় ভূষণ যে বিনয় ভূষণেতে শোভিত রাজকুমারেরদের নীতি জ্ঞান স্বতই হয়। অতএব রাজার বিনয়সম্পন্নতা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠগুণ এই এক সকল নীতি শাস্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ। ঐ গুণেতে কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্যরূপ ষড়বর্গের বন্ধন হওয়াতে রাজার ধর্ম্মার্থকামরূপ ত্রিবর্গ স্বহস্তিত হয়। নীতিবেদিরদের মতে ঐ ত্রিবর্গই পুরুষার্থ তাঁহারা মোক্ষ মানেন না কহেন কাপুরুষেরদের মতে মোক্ষ চতুর্থ পুরুষার্থ। কিন্তু সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্য পদাবধি ব্রহ্মপদপ্রাপ্তিপর্য্যন্ত সাংসারিক সুখেতে বিষবৎ বুদ্ধিতে সদানন্দ পরমেশ্বরপরায়ণ মহামনস্বী মহাশয় মহাপুরুষেরা ঐ ত্রিবর্গকে পুরুষার্থ বলেন। এক মোক্ষকেই পরমপুরুষার্থ কহেন। অতএব পরদুঃখেতে স্বদুঃখ প্রায় বুদ্ধিতে অতিকাতর দয়ালু প্রাচীন পণ্ডিতেরা শ্রবণ সুখদ্বারা মনেতে ধারণার্থে নানারসেতে বিবিধ বর্ণনাতে পরাকাষ্ঠাপ্রভৃতি অতি কঠোর তপস্যাতে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্বর্গ প্রাপ্তির উপায় পুরাণ ইতিহাস সংহিতাদি গ্রন্থ সন্দর্ভে কহিয়াছেন। এবং ভবিষ্যৎ কবিরদের উপদেশার্থে মধ্যে২ পর্ব্বত জলাশয় বন উপবন পশু পক্ষিপ্রভৃতিরও বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব ঐ পুরাণাদিতে পুনরুক্তি দোষ দূষণাবহ নয় যেহেতুক শিষ্যের

দের দৃঢ়তর সংস্কারার্থে গুরুদের উক্তির পৌনঃপুন্য দোষের নিমিত্ত হয় না। অতএব পুরাণাদি শাস্ত্রসকল নীতিশাস্ত্রেরি অন্তর্গত যেহেতুক এসকল শাস্ত্রও প্রজাবর্গের ইহলোক পরলোকের উপযোগি নীতি জ্ঞানজনক বটে।

অতএব সে সকল শাস্ত্রেতে তত্তৎ কথা ও আখ্যায়িকাদিচ্ছলেতে উপদিষ্টার্থে সদা রাজসন্তানেরা অবশ্য জাগরূক থাকিবেন তাহার ধারণাতে উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান যে রাজত্ব সে অত্যাশ্চর্য্যময়। যেহেতুক সর্ব্বোপরি বর্ত্তমান অত্যন্ত গুরুতর হইয়াও কদাচিৎ অধঃপতিত হয় না। এতাদৃশ যে রাজা তিনি দান প্রবৃত্তিকালে কোষেতে অর্থাৎ ভাণ্ডারেতে সঙ্কুচিতহস্ত হইলেই শোভিত হন মুক্তহস্ত হইলে ভাল হয় না। যেমন হস্তির মদিরা ক্ষরণসময়ে আকুঞ্চিত শুণ্ড চালনেতে অতিসুন্দর দেখা যায় তেমন উন্মুক্ত শুণ্ডপ্রসারণেতে ভাল দেখা যায় না। অতএব রাজার বৃথা ব্যয় নীতিবিরুদ্ধ। অতিব্যয়ি পুরুষ বড় ব্যাকুল হয় যেমন যুবতী কুল স্ত্রী ক্ষুদ্র বস্ত্র পরিধানে সর্ব্বাঙ্গ সম্বরণ করিতে না পারিয়া ব্যস্তসমস্তা হয়। নীতিবিরুদ্ধাচারী রাজা যদ্যপি মহারাজাধিরাজও হন তথাপি প্রজাপীড়নাদি পাপে পরমেশ্বরের কোপপ্রলয়াগ্নিতে অবশ্য ভস্মীভূত হয়। নীতিশাস্ত্রে উপদিষ্ট রাজধর্ম্মপরায়ণ রাজা ঈশ্বরসৃষ্ট প্রজাসমূহপালনজন্য ধর্ম্মদ্বারা ইহলোকে মহৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ও অন্তে ঈশ্বর প্রাপ্ত হইয়া নিত্য যশস্বী হইয়া থাকেন এতদর্থ তাৎপর্য্যক বেণরাজ ও পৃথুরাজোপাখ্যান পুরাণপ্রসিদ্ধ আছে। ইতি প্রবোধ চন্দ্রিকায়াং তৃতীয় স্তবকে চতুর্থ কুসুমং।

## পঞ্চম কুসুম।

অত্রিবংশেতে কর্দ্দমনামক রাজার পুত্র বিদ্যা বিনয়সম্পন্ন সর্ব্বরাজধর্ম্মোপেত অঙ্গনামা এক প্রজাপতি পূর্ব্বকালে হইয়াছিলেন। তাঁহার পট্টমহিষী যমরাজের মানসী কন্যা সুনীতা নাম্নী ছিলেন। ঐ সুনীতার গর্ভে ঐ অঙ্গরাজের ঔরসে এক পুত্র হইয়াছিল তাহার নাম বেণ। সেই রাজকুমার মাতামহ দোষ

প্রযুক্ত সকল রাজধর্ম্মদ্বেষ অতিকর্কশ ক্রূর নির্দয় নির্ঘৃণ দারুণ স্বভাব হইয়া অধর্ম্মমাত্রপরায়ণ হইয়া ধর্ম্মের অন্যথাকরণ ও দ্বেষ অকারণ প্রাণিহিংসাতে আমোদ প্রজালোকের বালকসকলের গলেতে রজ্জুবন্ধন করিয়া অতলস্পর্শ জলে প্রক্ষেপরূপ বাল্যক্রীড়া শৈশবাবস্থাতেই করিতে লাগিল। এইং রূপে প্রজালোকদিগের আর জন্তুরদের বিবিধপ্রকার আত্যন্তিক দুঃখজনক কর্ম্ম করাতে রাজপুত্রহইতে নিতান্ত উদ্বেগে তন্নিবারণে অসামর্থ্যপ্রযুক্ত পুত্রাদি শোকেতে ব্যাকুল সমস্ত লোক রাজবালকের দুশ্চরিত্র সকল রাজসাক্ষাতে নিবেদন করিল। রাজা প্রজাবর্গের দুঃখেতে অত্যন্ত ব্যথিতান্তঃকরণ হইয়া স্বপুত্রকে ভয় প্রীতি প্রদর্শন করিয়া যত নিবারণ করেন তত স্বপুত্রের উত্তরোত্তর অধিক দুরাচরণ প্রবৃত্তি দেখিতে শুনিতে পাইয়া বনগমন করিলেন।

পরে মুনিরা রাজ্য অরাজক দেখিয়া ঐ অত্যুগ্র বেণকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। পরে স্বভাবতঃ পরপীড়ক ও অধার্ম্মিক ঐ বেণ রাজসিংহাসনাধিরূঢ় হইয়া ব্রাহ্মণেরদিগকে যাগ দান হোমরূপ বৈদিক ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে ও আর সকল লোককেও বর্ণ ও আশ্রম ও কুলের উচিত ধর্ম্মঅনুষ্ঠান করিতে নগরেং ভেরী ঘোষণা ও ঢেঁড়ী দিয়া বারণ কহিলেন ও সর্ব্বত্র শাসন করিলেন যে আমি যাজ্য আমি পূজ্য আজিঅবধি যাগপূজাদি যে যাহা করিবে সে সকল আমাতেই করিবে ইহার অন্যথা করিলে দণ্ডনীয় হইবা। আমার সন্তোষপ্রযুক্ত প্রসাদে যে সদ্যঃ প্রত্যক্ষ দৃষ্ট দুঃখ পরীহার ও সুখপ্রাপ্তি তাহাতে অনাদর করিয়া কেবল কল্পিত অদৃষ্ট ভাবি দুঃখ পরীহার ও সুখপ্রাপ্তি নিমিত্ত বহুতর ধনব্যয় শরীর আয়াসসাধ্য যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানভ্রান্তি সকলে এইঅবধি ত্যাগ করুক। এবং যাহাতে যখন আত্মসুখ হয় তাহাই তখন করুক ইহাতে বিহিত বা কি নিষিদ্ধ বা কি কর্ত্তব্য বা কি অকর্ত্তব্য বা কি গম্যা বা কি অগম্যা বা কি ভক্ষ্য বা কি অভক্ষ্য বা কি পেয় বা কি অপেয় বা কি ও ইহ লোকাতিরিক্ত পরলোক এবং এতদ্দেহপাতানন্তর দেহান্তরপ্রাপ্তি কেবল অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধা এই সকল আপন ও পরবঞ্চক ভ্রান্তের সিদ্ধান্তে যে নিতান্ত বিশ্বাস সে কেবল আপন নাসিকাচ্ছেদে

পরের যাত্রাভঙ্গমাত্র। আমি সর্ব্বলোকহিতার্থে আত্মপীড়ন পাপবিমোচনার্থে এই আজ্ঞা দিলাম স্বস্ত্রীতে কি পরস্ত্রীতে কি নিজপতিতে কি পরপতিতে কি উত্তম বর্ণে কি অধম বর্ণে এই অবধি সকল স্ত্রীপুরুষেরা যথেচ্ছ লজ্জা ভয় ত্যাগ করিয়া স্বচ্ছন্দ রূপে বিহার করুক। ইহাতে অত্যল্পকালে প্রজাবাহুল্য হইবে সে আমার অতিবড় মনোনীত। এইং মত অনেকপ্রকার দুষ্টাজ্ঞা দিয়া ঐ দুষ্টমতি লোকের অনিষ্টকারী শাস্ত্রমর্য্যাদার অতিক্রমে বিক্রমশালি বেণরাজ ভূতলে সকল লোকের উপপ্লবার্থে ধূমকেতুর ন্যায় সমুত্থিত হইয়া অকালে প্রলয়তুল্য হইল এবং দুষ্ট প্রতিপালন শিষ্ট নিগ্রহ পরদ্রোহ পরহিংসা পর নিন্দা পরাপবাদ পরস্ত্রী পরধনাপহার প্রজাপীড়ন অদণ্ড্যের দণ্ড দণ্ড্যের অদণ্ড অগম্যাগমনাদি পশুধর্ম্ম ও আরআর বহু প্রকার দুরাচরণ স্বয়ং আচরণ করিতে লাগিল। লোকসকলকেও বিকর্ম্মকরণে প্রবর্ত্তাইতে লাগিল। অনিচ্ছু উত্তমাধম স্ত্রী পুরুষকে প্ররোচনাতে কিম্বা ছলেতে কিম্বা বলেতে অধমোত্তম স্ত্রীপুরুষ সহিত সম্ভোগ করাইয়া নানাবিধ বর্ণসঙ্কর জাতির সৃষ্টি করিল এই বর্ণসঙ্কর জাতির বিবরণ পশ্চাৎ কহা যাইবে। তদবধি বর্ণসঙ্কর হইয়াছে তৎপূর্ব্বে ছিল না।

এতদ্রূপ রাজদুর্নীতি হওয়াতে প্রতিদিন ভূকম্প উল্কাপাত দিগ্‌দাহ বজ্রাঘাত ও নির্ঘাত তাঁহার অধিকার কালে হইতে লাগিল। আর কালে অনাবৃষ্টি অকালে অতিবৃষ্টি মারী ভয় চৌর ভয় বাটপাড় ভয় প্রজারদের রোগ শোক দুর্গতি ও দুর্ভিক্ষপ্রভৃতি নানাবিধ উৎপাত হইতে লাগিল। এবং বৃক্ষসকল ফল পুষ্প হীন নদ্যাদি জলাশয় জলরহিত অত্যল্পশস্যা ভূমি গবাদি দুগ্ধ বর্জ্জিত নাস্তিকেরদের অতিবৃদ্ধি আস্তিকেরদের সর্ব্বনাশ এইমত বিপরীত অনেক হইতে লাগিল। এবং লোকেরদের হাহাকার শব্দ ও আর্ত্তনাদ ও স্ত্রী লোকেরদের ক্রন্দনধ্বনি ও দিবসে শৃগালাদির ঘোরতর নির্ঘোষপ্রভৃতি অমাঙ্গল্য রবেতে দিক্‌মণ্ডল পূরিত হইল। ইহাতে ধ্যানস্থ মরীচিপ্রভৃতি মহর্ষিগণ ভগ্ন ধ্যান হইয়া বহুবিধ অমঙ্গল দেখিতে পাইয়া ধ্যানেতে কারণ জানিয়া ধর্ম্মলোপভয়েতে অতিভীত হইয়া ঐ অতিক্রান্তমর্য্যাদ নাস্তিকাগ্রগণ্য বেণরাজনিকটে একত্র হইয়া সকলে আসিলেন

ও সমুচিত হিত বচন অনেক কহিলেন। হে মহারাজ তুমি অত্রিবংশোদ্ভব যে অত্রির পুত্র চন্দ্র সর্ব্বজনের আহ্লাদদায়ী সর্ব্বোষধিপতি তুমি তদ্বংশসন্তান অথচ রাজ্যরক্ষার্থে রাজ্যাভিষিক্ত ও রাজসিংহাসনারূঢ় কেন ধর্ম্মরূপ অমৃত পান পরিত্যাগ করিয়া অধর্ম্মরূপ বিষ কণ্ঠে ধারণ কর। ধর্ম্মের পর পরম বন্ধু আর নাই ধর্ম্মহইতে ধন ও কাম ও যশ ও আরোগ্য ও বংশবৃদ্ধি ও রাজ্যবৃদ্ধি ও রূপ বল বীর্য্য সৌন্দর্য্য ও দীর্ঘায়ু শত্রু ক্ষয় অন্তে ঈশ্বর প্রাপ্তি হয় এবং অধর্ম্মহইতে ঐ সকলের বিপর্য্যয় হয় এবং রাজা ধর্ম্মপরিভ্রষ্ট হইলে প্রজারাও ধর্ম্মবর্জ্জিত হয় এবং অধার্ম্মিকরাজক দেশে যাহার ধন তাহার নয় যাহার ভার্য্যা তাহার নয় যাহার ক্ষেত্র তাহার নয় যাহার গৃহ তাহার নয় এইরূপ স্বত্বস্বামিত্বের বৈপরীত্য হয় এবং ব্রাহ্মণ পরকীয় বিপ্রা ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রাতে সঙ্গত হয় এবং ক্ষত্রিয় পরকীয় ঐ চারি স্ত্রীতে নির্ভয়ে ভোগ করে। ইহাতে বর্ণসঙ্কর হয় বর্ণসঙ্কর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিলোপী হইয়া নরকের নিমিত্ত হয়। এইমতে পৃথিবী অধর্ম্মে অভিভূতা হইয়া বিনাশ পান তাহাতে সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের সৃষ্টি নাশপ্রযুক্ত মহাকোপাগ্নিতে অধর্ম্মে ধর্ম্মমানিপতিত পণ্ডিতাভিমানি অধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ধর্ম্মবিরোধি দুরাত্মারা যে ভস্মরাশি হন ইহা কি তোমার কর্ণকুহর প্রবিষ্ট হয় নাই।

মুনিগণের এই বাক্য শুনিয়া অধর্ম্মাত্মা ঐ বেণরাজ মুনিদিগকে কহিল। অরে রে স্ববঞ্চক ও পরপ্রতারক দুরাচারেরা তোরদের এ বড় সাহসংযে আমাকে ধর্ম্মোপদেশ করিতেছিস আমি তোরদের ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ কি করিব তোরা আমি কে ইহা জানিস না আমাহইতে বড় এ সংসারে কে আছে যে আমি তাহার আদেশে থাকিব। আমি সাক্ষাৎ ধর্ম্মমূর্ত্তি এবং সর্ব্বভূতের সৃষ্টিস্থিতি সংহারকর্ত্তা। তোরা অজ্ঞান অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া দেখিয়া শুনিয়াও আমাকে জানিতে পারিস নাই। আমি যদি মনে করি তবে পৃথিবীমণ্ডল দগ্ধ করিতে ও জলেতে আপ্লাবিত করিতে পারি এবং স্বর্গমর্ত্যপাতালরূপ ত্রৈলোক্যকে অবরুদ্ধ করিতে পারি। বর্ণ জাতিসঙ্কর যে নরকজনক এ নিশ্চয় ইহা আমি শুনিলাম অতএব আমি সঙ্কর বৃদ্ধি যেরূপে হয় তাহাই

সর্ব্বথা করিব দেখি সঙ্করহইতে কেমন নরক হয়। ইহা কহিয়া বলাৎকারে ব্রাহ্মণীতে ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রকে ক্ষত্রিয়াতে ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্রকে বৈশ্যাতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্রকে শূদ্রীতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যকে উপগত করাইয়া বর্ণসঙ্করকারি বেণ সঙ্কীর্ণাতে সঙ্কীর্ণকে গমন করাইয়া পুনর্ব্বার নানাপ্রকার বর্ণসঙ্কর ও জাতিসঙ্কর বাহুল্য করিল। তদনন্তর মুনিগণ ঐ বেণের তাদৃশ দুর্বিনীত অত্যন্তাহঙ্কার বচন আর দুষ্কর্ম্মসকল শুনিয়া ও দেখিয়া তাহার মোহ ও গর্ব্ব দূর করিতে না পারিয়া তাহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া তাহার বাম ঊরু মন্থন করিতে লাগিলেন। তাহাতে বেণের বাম ঊরুহইতে খর্ব্বাকৃতি কৃষ্ণবর্ণ অতিবিকটাকার এক পুরুষ উৎপন্ন হইয়া ঋষিগণের নিকটে ভীত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান হইল। মুনিরা তাহাকে তথাবিধ দেখিয়া নিষীদ এই বাক্য কহিলে তৎপ্রযুক্ত ঐ পুরুষ নিষাদ নামে বিশ্রুত হইয়া নিষাদবংশের বীজ পুরুষ হইল ও আর অনেক প্রকার পর্ব্ববরাসী ও খার তুম্বর পুলিন্দ পুক্কশ তুরুস্ক খস সূক্ষ কুক্ষ কাম্বোজ বাহ্লীক হূন শবর খর শকইত্যাদি নামে বিখ্যাত ম্লেচ্ছজাতি ঐ বেণের অঙ্গহইতে তৎকালে উৎপন্ন হইল। এইরূপে বেণ রাজার শরীরহইতে পাপসমুদায় মূর্ত্তিমন্ত হইয়া নির্গত হইলে পর ঋষিরা বেণ শরীরকে নিষ্পাপ বুঝিয়া পুনর্ব্বার বেদধ্বনি করত ঐ বেণের দক্ষিণ বাহুতে কুশজলপ্রোক্ষণ করিয়া মন্থন করিতে লাগিলেন। সৃষ্টিপালনকর্ত্তা পরমেশ্বরের অংশেতে ঐ বেণের দক্ষিণ বাহুহইতে বেদবেদান্ত বেদাঙ্গ ধনুর্ব্বেদ রাজনীতিপ্রভৃতি নানা বিদ্যাময় অধ্যাত্মবিদ্যার এক স্থান নানা গুণধাম সর্ব্বজন মনোভিরাম আজানুলম্বিতবাহু বিস্তীর্ণবক্ষঃস্থল গভীরনাভি আকর্ণবিশালচক্ষু প্রশস্ত কপাল ঈষদ্ হাস্যযুক্ত প্রসন্নবদন সত্য পরিমিত হিত মধুরভাষী সর্ব্বভূতে আত্মদর্শী করুণাময় অতিগম্ভীর মহাবীর ধীর সাত্ত্বিক প্রবীণ দীনৈকবন্ধু সর্ব্ব সৌন্দর্য্যসিন্ধু জিতেন্দ্রিয় দেদীপ্যমান ধনুর্ব্বাণধারী কবচী কিরীটকুণ্ডলমনোহরমুখমণ্ডল সাক্ষাৎ ক্ষাত্রধর্ম্মাবতার আদিরাজ শ্রীল শ্রীপৃথুরাজ মহালক্ষ্মীর অংশাবতার স্বস্ত্রীকে বামহস্তে ধরিয়া মুনিমণ্ডলী মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া বিরাজমান হইলেন।

অনন্তর আনন্দার্ণবে মগ্ন ঋষিরা ধন্যবাদ জয়ধ্বনিপূর্ব্বক সাম

গানেতে পরমেশ্বর স্তুতি করিয়া হে বেদপুরুষ সর্ব্বেশ্বর স্ব নির্ম্মিত সৃষ্টির রক্ষা কর স্বোক্ত বৈদিক ধর্ম্মের সংস্থাপন কর। পরে পৃথুরাজ নিত্য চেতন সদা জাগরূক সর্ব্বদর্শী পরমেশ্বর ত্রিকালস্থায়ী ভয় কি এই সান্ত্ব বচনে ঋষিরদিগকে সান্ত্বনা করিলেন। বেণরাজ স্বশরীরহইতে ঐ সৎপুত্রোৎপত্তি হওয়াতে সর্ব্বপাপবিনির্মুক্ত হইয়া স্বর্গ গমন করিলেন। ইত্যবসরে বৃহস্পতির সহিত ইন্দ্রাদি দেবতারা ও সমুদ্র নদী স্থাবর জঙ্গমাধিষ্ঠাতৃ দেবসকলকে পৃথু রাজার রাজ্যাভিষেকার্থ স্বত আগত দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত মুনিরা রাজলক্ষণ ও মহাপুরুষচিহ্নেতে চিহ্নিত পৃথু রাজাকে বেদবোধিত বিধানে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। এইরূপে পৃথু রাজা অভিষিক্ত হইলে পর দেবলোকে দেবতারা নাগলোকে নাগেরা মর্ত্যলোকে আবাল বৃদ্ধ বনিতা মনুষ্যেরা এবং পশু পক্ষিপ্রভৃতি সকলেই আনন্দে পুলকিত হইল। এবং পৃথু রাজা মুনিসভামধ্যে বিনীত বেশে উপবিষ্ট হইয়া মুনিরদের যথাশাস্ত্র ব্যবস্থানুসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্ররূপ চতুর্ব্বর্ণের ও ব্রহ্মচারি গৃহি বানপ্রস্থ সন্ন্যাসিরূপ আশ্রম চতুষ্টয়ের ও স্ত্রীলোকেরদের শাস্ত্রোক্ত যার যে ধর্ম্ম সেই ধর্ম্মসকলের পূর্ব্ববৎ সংস্থাপন করিলেন। এবং অনুলোম বর্ণসঙ্কর ও প্রতিলোম বর্ণসঙ্কর ও সঙ্কীর্ণসঙ্করপ্রভৃতি ইতর জাতির উত্তমঅধমমধ্যমত্ব বিবেচনাতে উত্তমঅধমমধ্যম জীবিকা নিরূপণ করিয়া যথোপযুক্ত স্থানে নিবাস স্থান দিয়া সকলকে বসাইলেন। এবং ম্লেচ্ছজাতি সকলকে প্রত্যন্ত ভূভাগে বন পর্ব্বত চত্বরে নিবাস স্থান দিয়া সমুদ্রযানদ্বারা প্রত্যন্ত দেশীয় দ্রব্য ক্রয়বিক্রয় জীবিকা অবধারণ করিয়া বাস করাইলেন। এই২প্রকারে সকল প্রজাবর্গের নিবাস স্থানের জনপদ নগর গ্রাম পল্লী পত্তনাদি নাম নিবাসি জনের বহুত্ব অল্পত্বপ্রযুক্ত নির্দ্দিষ্ট করিলেন এবং হট্টবিপণি অর্থাৎ হাটবাজারপ্রভৃতি ক্রয় বিক্রয় স্থান স্থির করিলেন এবং পথিকজনেরদের স্নান পানার্থ তড়াগ পুষ্করিণী পল্বল কুল্যা বাপী কূপাদি জলাশয় পথিমধ্যে সন্নিবেশ করিলেন এবং পথিকজন বিশ্রামার্থে অশ্বত্থ বটপ্রভৃতি মধ্যে২ পথিমধ্যে আরোপণ করিলেন ও রাত্রিনিবাসার্থে উপকারিকা অর্থাৎ সরাই করিলেন এবং বিবিধ বিদ্যাভ্যাসার্থে মঠাদি বিদ্যালয় নিরূপণ করিয়া ছাত্রেরদের গ্রাসাচ্ছাদন

নির্ব্বাহের উপায় নিরূপণ করিয়া দিলেন এবং অধ্যাপক শিক্ষকেরদের বৃত্তি করিয়া দিলেন এবং উচ্চনীচ ভূমি সমান করিয়া শাস্ত্রোক্ত করসকল নিরূপণ করিয়া দিলেন। বেণের পাপেতে শস্যহারিণী পৃথিবীর শাসন করিয়া ভূমিহইতে নানাজাতীয় রত্ন ও যব ধান্যাদি ওষধির উৎপাদন করিলেন। এইরূপে ভূমণ্ডলের শাসন ও প্রজাবর্গের স্থাপন ও স্থিতিকারণ ধান্য গোধূমাদি সম্পাদন পৃথু রাজা করিলেন। এই কারণে এ ভূমণ্ডল তন্নামাঙ্কিত হইয়া তদবধি পৃথ্বী ও পৃথিবী নামেতে লোকে বিখ্যাত হইয়াছেন। এবং সংস্থাপিত প্রজাবর্গের চৌরাদি ভয় দূরীকরণার্থে ও বিরোধভঞ্জনার্থে সমুদায় রাজ্যে গ্রামপাল নগরপাল দেশপালপ্রভৃতির নিয়োগ যথাস্থানে করিলেন এবং ঐ সকলের দ্বারা রাজ্যের কুশলাকুশল বৃত্তান্ত প্রত্যহ জানিতেন এবং নিযুক্ত ব্যক্তিরদের কার্য্য চারদ্বারা প্রতিদিন জানিতেন এবং মধ্যেমধ্যে স্বয়ং রাত্রিকালে আচ্ছন্নরূপে রাজ্য ভ্রমণ করিয়া সকল লোকের সচ্চরিত্র ও দুশ্চরিত্র জানিয়া তাহারদের তদনুরূপ সম্মান ও অসম্মান করিতেন।

অপর প্রতিদিন আপনি বিনীতবেশ স্থিরমতি ক্রোধলোভ রাহিত্যপূর্ব্বক ধর্ম্মশাস্ত্র শিষ্টাচার সাময়িক ধর্ম্মমাত্রপরায়ণ ও ধর্ম্মাধিকরণ অর্থাৎ বিচার স্থানে ধর্ম্মাসনোপবিষ্ট হইয়া ব্যবহারশাস্ত্রোক্ত বিজ্ঞ প্রাড়্বিবাকাদির মতে ঐক্য হইয়া নানা অপরাধে পরস্পর বিবদমান অর্থিপ্রত্যর্থি অর্থাৎ আসামী ফরিয়াদীরদের যথাসম্ভব শাস্ত্রোক্ত চতুষ্পাদ ব্যবহার দর্শনের দ্বারা দণ্ড্য ব্যক্তির শাস্ত্রোক্ত শারীরিক ও অর্থদণ্ড এবং অদণ্ড্য ব্যক্তির সম্মানপূর্ব্বক মোচন করিতেন। যদ্যপি কোন লোকের কোন দ্রব্য চৌরাদিতে অপহৃত হইত তবে চৌরাদি ধরিতে না পারাতে নিযুক্ত গ্রামপালাদিহইতে সে লোককে সে দ্রব্য দেওয়াইতেন নতুবা স্বকোষহইতে দিতেন। এবং যে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিবে ও যে অধম হইয়া উত্তমের মর্য্যাদার অতিক্রম করিবে ও রাজনিরূপিত সাময়িক ব্যবস্থার উল্লঙ্ঘন করিবে ও পরস্ত্রী পরধনেতে লোলুপ হইয়া তাহা অপহরণ করিবে ও দ্যূত ক্রীড়াদিতে আসক্ত হইবে ও দস্যুতাদি দুর্বৃত্তি করিবে ও অতিথিকে বিমুখ করিবে ও গাইবলদপ্রভৃতির অতিদোহন অতি

কর্ষণ অতিবাহনাদি যে করিবে। আর এইং রূপ শিষ্টাচার বিরুদ্ধ কুক্রিয়া রাজ্যের মধ্যে যে করিবে সে যদ্যপি আমার অতিপ্রিয়ও হয় তথাপি সর্পক্ষত অঙ্গুলীর ন্যায় আমার ছেদ্য হইবে।

সকল রাজ্যে এই ঘোষণা ভেরীধ্বনিদ্বারা করাইয়া আত্মপ্রতিজ্ঞা সকলকে জানাইলেন। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পৃথুরাজার এই প্রতিজ্ঞাতে ও স্বধর্ম্মপ্রতাপে তাঁর অধিকার কালে অধর্ম্ম ও অধর্ম্মজন্য দুঃখ ভীত হইয়া এমন পলায়ন করিল যে কখনো কাহারো মনেরো গোচর ছিল না। যথাকালে বৃষ্টি ও সম্পূর্ণশস্যা ভূমি হইল সকল লোক রোগ শোক ক্ষোভ উদ্বেগ কলহ মিথ্যা কপট শাঠ্য প্রতারণা বিসম্বাদ মারীভয় ঈতি অর্থাৎ অতিবৃষ্টি প্রভৃতিবিঘ্ন ভয়াদিতে রহিত হইয়া নিত্যোৎসাহী হৃষ্ট প্রসন্ন মানস যথালাভ সন্তুষ্ট অমানী অদম্ভী নিরহঙ্কার অমায়িক একনারীব্রত সত্যপ্রতিজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় নির্ম্মৎসর অক্রোধ দান যাগ হোম জপ পূজা স্বস্ববিদ্যাধ্যয়ন অধ্যাপনপরায়ণ নির্লোভ রাগ রহিত জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন আস্তিক সশ্রদ্ধ বিনীত পিতৃমাতৃসেবী দান্ত শান্ত বহুশ্রমেতে অশ্রান্ত উদ্যোগী হওয়াতে পৃথুরাজার রাজ্য পালন কালে পৃথিবীর যে বসুধানাম সে সার্থক হইল। ও রাজার বিচার গৃহে সভ্য ব্রাহ্মণ পুরোহিত সমভিব্যাহারে উপবেশন কেবল শাস্ত্রালাপার্থ হইল কার্য্যার্থী অলভ্য হইল এবং অন্ধ খঞ্জ বধির মূক ব্যাধিত ও স্থবির অনাথদিগের গ্রাসাচ্ছাদনাদি প্রদানদ্বারা যোগক্ষেম অর্থাৎ ধনোপার্জন ও রক্ষণ করিতেন। আর কার্য্যক্ষম লোকদিগকে স্বস্ব জাত্যুপযুক্ত কর্ম্ম দিয়া প্রতিপালন করিতেন। এবং পণ্ডিত লোকদিগকে গ্রামাদি দিয়া সম্মান করিতেন। মান্যের মানদায়ী দীন জনে দয়াকারী বৃদ্ধসেবী সাধুসম্মানকারী শত্রুরদেরো উপকারী শরণাগতরক্ষক সাংসারিক সুখবিরাগী নিত্য নিরতিশয় ব্রহ্ম সুখ সাক্ষাৎকার সস্মিতবদন সর্ব্বভূতে আত্মদর্শী ছিলেন।

আর সর্ব্বরাজ্যে স্থানে স্থানে যজ্ঞশালা ও দেবালয় ও পাঠশালা অন্নশালা ও পানীয়শালা ও চিকিৎসাশালা ও পুষ্পোদ্যান নানাবিধ ফলোপবন কেবল ধর্ম্মার্থে করিয়াছিলেন। সকল বৃক্ষ

সকল ঋতুতেই অঙ্কুরিত মঞ্জরিত পল্লবিত পুষ্পিত মুকুলিত ফলিত হইত। অত্যল্প কৃষিতেই অপরিমিত শস্য তাবৎ ক্ষেত্রেই হইত। সকল গাবীই বহুক্ষীরা ও চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় চতুর্বিধ ভক্ষদ্রব্য সুস্বাদু নদী বন পর্ব্বতজাত সামগ্রীর কর গ্রহণ ছিল না। ঐ দ্রব্যসকল যে আহরণ করিত তাহারি হইত। অতএব সকল দ্রব্যই অল্প মূল্য ছিল মহার্ঘ্য কখনো হইত না দুর্ভিক্ষ্যও হইত না। এইরূপে মহারাজাধিরাজ পৃথুনামা আদিরাজ আদিকালে পরমেশ্বরাংশে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পরপর ভাবি রাজাদের শিক্ষার্থে ব্রহ্মার রচিত চতুর্লক্ষ অধ্যায় রাজনীতিশাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম সকল স্বয়ং আচরণে বহুকালপর্য্যন্ত এ পৃথিবীর পালন করিয়া মহারাজ্ঞীর সহিত অন্তকালে সত্ত্বমূর্ত্তি পরমেশ্বর প্রাপ্ত হইলেন। ঐরাজ্ঞী পৃথু রাজার সহিত বেণশরীরহইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এই কারণে সহগমনও করিয়াছিলেন। ইতি প্রবোধ চন্দ্রিকায়াং পৃথুরাজোপাখ্যানে তৃতীয় স্তবকে পঞ্চম কুসুমং।

## ষষ্ঠ কুসুম।

ঐ দুরাচার বেণের অধিকার কালে যে সকল বর্ণসঙ্করাদি জাতি হয় তৎকথাপ্রসঙ্গে জাতিমালা লেখা যায়। সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের মুখ বাহু ঊরু পাদহইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই জাতি চতুষ্টয় উৎপন্ন হয়। ব্রাহ্মণের যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন দানপ্রতিগ্রহ এই ছয় কর্ম্ম। তার মধ্যে যজন অধ্যয়ন দান এই তিন ধর্ম্মার্থ। যাজন অধ্যাপন প্রতিগ্রহ এই তিন জীবনার্থ। এতদ্ব্যতিরিক্ত যে কর্ম্ম সে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম্য নয় কিন্তু আপৎকালীন ধর্ম্ম্য। ক্ষত্রিয়ের যজন অধ্যয়ন দান প্রজাপালন করগ্রহণ যুদ্ধাদি কর্ম্ম। বৈশ্যের যজনাদি ত্রয় কৃষি পশুপালন বাণিজ্যাদি কর্ম্ম। যদি ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণ স্বস্বকর্ম্মদ্বারা বর্ত্তনে অসমর্থ হয় তবে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়বৈশ্যবৃত্তি। ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের জীবিকা করিতে পারে। যেহেতুক বৃদ্ধ পিতামাতা ও সাধ্বী স্ত্রী শিশুসন্তানেরদের প্রতিপালন অকার্য্যশত করিয়াও অবশ্য কর্ত্তব্য ইহা মনু কহিয়াছেন এবং ব্রাহ্মণাদি স্ববৃত্তির দ্বারা

উপার্জ্জিত ধনব্যয়েতে যে বৈদিক কর্ম্ম করেন সেই উত্তম তদতিরিক্ত কর্ম্মআচরণ। আর ব্রাহ্মণ যাজন ও প্রতিগ্রহ দোষে পতিত হইয়া বর্ণব্রাহ্মণ হয় যেমন গোপব্রাহ্মণ স্বর্ণবণিক্ ব্রাহ্মণ শৌণ্ডিক ব্রাহ্মণ মড়াইপোড়া অগ্রদানিইত্যাদি।

আর শূদ্রের ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের সেবা ধর্ম্ম ও জীবিকা যদি শূদ্র দ্বিজসেবার দ্বারা বর্ত্তনে অক্ষম হয় তবে চিত্রলেখনাদি কর্ম্মেতে দিনপাত করিতে পারে। আর সকলেই আপন অপেক্ষা উত্তমের সেবক হইতে পারে। সেই সেবক শিষ্য অন্তেবাসী ভৃতক অধিক কর্ম্মকৃৎ এই পঞ্চপ্রকার দাস হয়। এবং সেবা কর্ম্মও দুইপ্রকার হয় শুভ ও অশুভ। অশুচি স্থান মার্জ্জনাদি অশুভ তদ্ভিন্ন শুভ। পঞ্চপ্রকার সেবকমধ্যে প্রথমোক্ত চতুষ্টয় শুভ কর্ম্মকর শেষোক্ত অশুভ কর্ম্মকর। পঞ্চপ্রকারমধ্যে বিদ্যার্থির নাম শিষ্য শিল্পশিক্ষার্থির নাম অন্তেবাসী বেতনগ্রহণ করিয়া যে কর্ম্ম করে তাহার নাম ভৃতক। সেই ভৃতক তিন প্রকার হয় আয়ুধীয় কৃষীবল ভারবাহী। কর্ম্মেতে নিযুক্ত লোকদিগকে যে কর্ম্ম করায় সে অধিক কর্ম্মকৃৎ। এবং দাসীর গর্ভজাত ক্রীত প্রতিগ্রহলব্ধইত্যাদি এই পঞ্চদশপ্রকার দাসের মধ্যে যে একপ্রকার সন্ন্যাসচ্যুত দাস সে কেবল রাজারি দাস হয় অন্য চতুর্দ্দশপ্রকার সকলেরি হইতে পারে।

অপর ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের বিবাহিত সজাতীয়া ও অসজাতীয়া স্ত্রী যথাক্রমে চারি তিন দুই হইতে পারে কিন্তু এ যুগেতে এক সজাতীয়াই স্ত্রী হয়। শূদ্রের সর্ব্বদাই সজাতীয়া এক স্ত্রী হয়। বিবাহ অষ্টপ্রকার হয়। ব্রাহ্ম দৈব আর্ষ প্রাজাপত্য আসুর গান্ধর্ব্ব রাক্ষস পৈশাচ। ইহার মধ্যে পূর্ব্ব চতুষ্টয় উত্তম উত্তর চতুষ্টয় অধম। আদ্য চতুষ্টয়ের লক্ষণ এই। বরকে আহ্বান করিয়া আভরণযুক্ত কন্যার দান যে বিবাহেতে। ও যজ্ঞকর্ত্তা পুরোহিতকে অলঙ্কারযুক্ত কন্যার দান যাহাতে। দুই গো লইয়া কন্যার দান যাহাতে। এই বরের সহিত ধর্ম্মআচরণ কর এই কথা কহিয়া কন্যা দত্তা হয় যে বিবাহেতে। এই২প্রকার চারি বিবাহের নাম ব্রাহ্মাদি চতুষ্টয়। আর কন্যাদাতা কন্যার মূল্য লইয়া কন্যার দান করে যে বিবাহেতে সে আসুর। বর

কন্যার পরস্পর অনুরাগে যে বিবাহ হয় সে গান্ধর্ব্ব। আর যুদ্ধেতে অপহরণেতে স্ত্রীকে আপনার করা ও নিদ্রাদি অবস্থাতে বলাৎকারে স্ত্রীকে আপনার করা এই দুই প্রকারের নাম ক্রমেতে রাক্ষস পৈশাচ।

অপর ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণের প্রধান অপ্রধান ভেদে ঔরসাদি নামেতে দ্বাদশ প্রকার পুত্র হয়। ধর্ম্মবিবাহেতে বিবাহিতা সজাতীয়া স্ত্রীতে স্বয়ং উৎপাদিত পুত্র ঔরস হয়। এবং সেই পুত্রই মুখ্য অন্য একাদশ প্রকার পুত্র গৌণ। তাহারদের নাম পুত্রিকাপুত্র। ক্ষেত্রজ। গূঢ়জ। কানীন। পৌনর্ভব। দত্তক। ক্রীত। কৃত্রিম। দত্তাত্মা। সহোঢ়জ। অপবিদ্ধ। এবং দাসী পুত্র। ও হীনবর্ণ পুত্রিকাদি একাদশ প্রকারের নাম ও স্বরূপ এই। আমি তোমাকে এই ভ্রাতৃহীনা কন্যাকে দান করিতেছি এ কন্যাতে তোমাহইতে যে পুত্র হইবে সে পুত্র আমার হইবে দানকালে এই নিয়ম বরের সহিত করিয়া যে কন্যাকে সম্প্রদান করে সেই কন্যাতে জাত যে পুত্র সেই পুত্র আপন মাতামহের পুত্রিকাপুত্র নামে একপ্রকার গৌণ পুত্র হয়। মতান্তরে আমার যে এই কন্যা সেই পুত্র অপুত্র ব্যক্তির এতাদৃশ নিয়মকৃতা যে কন্যা সেই কন্যা পুত্রিকাপুত্র নামে গৌণপুত্র আপন পিতার হয় এমতে ঐ কন্যার পুত্র পৌত্র হয়। এবং গুরু লোকেরদের আজ্ঞাতে দেবরাদিহইতে পুত্রহীন ভ্রাতাপ্রভৃতির স্ত্রীতে উৎপাদিত যে পুত্র সে ক্ষেত্রজ। এবং ভর্তৃগৃহে প্রচ্ছন্নরূপে স্বামিভিন্ন সজাতীয় পুরুষহইতে উৎপাদিত যে পুত্র তাহার নাম গূঢ়জ। সেই গূঢ়জ দুই প্রকার হয় এক কুণ্ড দ্বিতীয় গোলক। ভর্তৃসত্ত্বে যে গূঢ়জ হয় তাহার নাম কুণ্ড। ভর্তৃ মরণোত্তর যে গূঢ়জ তাহার নাম গোলক। এবং অবিবাহিতা ও পিতৃগৃহে স্থিতা যে কন্যা তাহাতে তুল্যবর্ণহইতে উৎপন্ন যে পুত্র তাহার নাম কানীন। এবং যে স্ত্রী বিবাহিতা হইয়া পুরুষ সংভুক্তা কিম্বা অসংভুক্তা সে পুনর্ব্বার পুরুষান্তরের সহিত বিবাহিতা হইলে সে স্ত্রী পুনর্ভূ নাম্নী হয় তাহাতে তুল্যবর্ণহইতে উৎপন্ন যে পুত্র সে পৌনর্ভবনামা হয়। এবং পিতা কিম্বা মাতা কিম্বা উভয়ই স্বপুত্রান্তরসত্ত্বে যে পুত্রকে পুত্রহীন কোন তুল্যবর্ণকে প্রীতিপূর্ব্বক চূড়াদি সংস্কারের পূর্ব্বে দান

করে সেই পুত্র দত্তকাখ্য হয়। এবং মাতাপিতৃকর্তৃক কোন সবর্ণকে বিক্রীত হয় যে পুত্র সেই পুত্র ক্রীতনামা হয়। এবং পুত্রার্থি কোন মনুষ্য ধন ক্ষেত্রাদি লোভ প্রদর্শন করিয়া মাতা পিতৃবিহীন ও সজাতীয় পরবালককে আপনার পুত্র করে সেই পুত্রকে কৃত্রিম নামে শাস্ত্রে কহিয়াছেন। এবং মাতাপিতৃবিহীন কিম্বা তদুভয়কর্তৃক পরিত্যক্ত বালক সে যদি আমি তোমার পুত্র হইলাম এই কথা স্বতঃ বলিয়া আপনি অন্য কোন সবর্ণের পুত্রত্ব স্বীকার করে সেই বালক দত্তাত্মা কথিত হয়। এবং আপন জননীর বিবাহের পূর্ব্বে গর্ভস্থিত বিবাহের পর জাত যে বালক সেই বালক সহোঢ় নামে স্বজননী বিবাহকর্ত্তার পুত্র হয় এবং স্বমাতাপিতৃকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া অন্য কোন সবর্ণ কর্তৃক প্রীতিপূর্ব্বক পুত্রত্বরূপে গৃহীত হয় যে সেই বালককে অপবিদ্ধ কহে।

এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের অসবর্ণাভার্য্যাতে মূর্দ্ধাবসিক্তাদি নামে ছয়প্রকার পুত্র হয়। তাহার বিবরণ এই। ব্রাহ্মণহইতে ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা ও শূদ্রা এই তিন স্ত্রীর গর্ব্ভেতে উৎপন্ন যে হয় সে যথাক্রমে মূর্দ্ধাবসিক্ত অম্বষ্ঠ পারশব এই তিন নামে লোকে কথিত হয়। ক্ষত্রিয়হইতে বৈশ্যা শূদ্রা এই দুই নারীতে মাহিষ্য ও উগ্র এই দুই হয়। বৈশ্যহইতে শূদ্রাতে করণ হয়। এই ছয়প্রকার অনুলোমজ বর্ণসঙ্কর শাস্ত্রে কথিত আছে। আর মূর্দ্ধাবসিক্ত ও পারশব ও মাহিষ্য এই তিন স্বনামপ্রসিদ্ধ মূর্দ্ধাব সিক্তের ক্ষত্রিয়বৃত্তি। পারশবের শূদ্রবৃত্তি। মাহিষ্যের বৈশ্য বৃত্তি। আর অম্বষ্ঠ উগ্র করণ এই তিনের লোকপ্রসিদ্ধ নাম বৈদ্য আগুরি কায়স্থ এই তিনের বৃত্তি চিকিৎসা যুদ্ধ ও রাজ কীয় লিপিকর্ম্ম। এবং ব্রাহ্মণীর গর্ব্ভে ক্ষত্রিয়হইতে জাত সূত মালাকার ভট্ট এই তিন জাতি। বৈশ্যহইতে জাত বৈদেহিক। শূদ্রহইতে জাত চাণ্ডাল। সূত স্বনামপ্রসিদ্ধ। তাহার বৃত্তি অশ্ব সারথ্য। মালাকারের প্রসিদ্ধ নাম মালী। তাহার পুষ্পবিক্রয়া দি বৃত্তি। আর তৈলিকাতে তন্তুবায়হইতে মালাকার জাতি হয় এরূপও কোন গ্রন্থে লিখিত আছে। ভট্টের প্রসিদ্ধ নাম ভাট। বৃত্তি পত্রবহনাদি। বৈদেহিক স্বনামপ্রসিদ্ধ। তাহার জীবিকা কৃষ্যাদি। চাণ্ডালের প্রসিদ্ধ নাম চাঁড়াল। তদ্বৃত্তি পশু

হিংসাদি। আর ধীবরের ঔরসে ব্রাহ্মণকন্যাগর্ব্ভে জাত চাণ্ডাল কিরাত হড্ডিপ কাণ্ড ডোকেথাল ঐ পঞ্চপ্রকার বর্ণসঙ্কর এই কথা কোন মুনিবচনানুসারে কোন পণ্ডিত কহেন। কিরাতাদি চতুষ্টয়ের প্রসিদ্ধ নাম কেওরা হাড়ি কাঁড়ার ডোখলা। কিরাত ও হড্ডিপের বৃত্তি শূকরপালনাদি কাঁড়ারের জীবিকা বংশপাত্রাদি নির্ম্মাণ ডোখলার জীবিকা পুষ্করিণ্যাদি খনন। কেহ বলেন কাণ্ডের প্রসিদ্ধ নাম কোড়ো। জীবিকা পুষ্করিণ্যাদি খনন। ডোখলার বৃত্তি বংশপাত্রাদি নির্ম্মাণ। কেহ বলেন কাণ্ডের প্রসিদ্ধ নাম ডোম তাহার বৃত্তি সূর্পাদিনির্ম্মাণ।

বস্তুতঃ কাণ্ডের প্রসিদ্ধ নাম কাঁড়রা সে জাতি উৎকলে প্রসিদ্ধ তার বৃত্তি অণ্ডকোষচ্ছেদনদ্বারা বলীবর্দ্দ অর্থাৎ গবাদি দামড়া করণ। এবং বৈশ্যহইতে ক্ষত্রিয়াতে মাগধ ও গোপ এই দুই জাতি হয় মাগধ স্বনামপ্রসিদ্ধ তাহার বৃত্তি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের স্তুতিপাঠাদি। গোপের প্রসিদ্ধ নাম সদ্গোপ। বৃত্তি লেখেন কৃষি। গ্রন্থান্তরমতে মণিপুত্রীতে কাংস্যকারহইতে গোপের উৎপত্তি হয় ইহা লিখিত আছে। এবং শূদ্রহইতে ক্ষত্রিয়াতে ক্ষত্তা কুম্ভকার তন্ত্রবায় কর্ম্মকার দাস এই পঞ্চ জাতির উৎপত্তি হয়। এবং পর্ণিকহইতে গোপকন্যাতে কুলালের। ও তৈলিকহইতে মণিকার কন্যাতে তন্ত্রবায়ের ও তন্ত্রবায়ীতে কুম্ভকারহইতে কর্ম্মকারের ও স্বর্ণকারহইতে মোদকীতে দাসের জন্ম হয়। ইহাও কোন পুরাণে লিখিত আছে। ক্ষত্তা স্বনামপ্রসিদ্ধ বৃত্তি যুদ্ধাদি। কুম্ভকারাদি তিনের প্রসিদ্ধ নাম কুমার তাঁতী কামার এই তিনের জীবিকা হাঁড়িকলসি গড়ান। ও বস্ত্রবপন। অস্ত্রশস্ত্রাদি নির্ম্মাণ। দাসের প্রসিদ্ধ নাম কৈবর্ত্ত। সে কৈবর্ত্ত দুই প্রকার হয় চাসা কৈবর্ত্ত ও জালীয়া কৈবর্ত্ত আদ্যের বৃত্তি কৃষি। দ্বিতীয়ের মৎস্যহিংসাদি। এবং বৈশ্যাতে শদ্রহইতে আপোগব জাতি হয়। তাহার বৃত্তি কৃষিকর্ম্ম। এবং সূত মালাকার ভট্ট বৈদেহিক চাণ্ডাল মাগধ গোপ ক্ষত্তা কুম্ভকার তন্ত্রবায় কর্ম্মকার দাস আপোগব এই ত্রয়োদশপ্রকার বর্ণসঙ্কর প্রতিলোমজ অর্থাৎ উত্তম জাতীয়া স্ত্রীতে অধম পুরুষহইতে জাত।

এবং এই ত্রয়োদশের মধ্যে মালাকার গোপ চণ্ডাল কুম্ভ

কার তন্ত্রবায় কর্ম্মকার দাস গ্রন্থান্তরমতে এই সাত সংকীর্ণ সঙ্করও হয়। এবং ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে গান্ধিক কাংস্যকার শঙ্খকার ও শূদ্রকন্যাতে বারজীবী এই চারি। ক্ষত্রিয়ের ঔরসে শূদ্রকন্যাতে ক্ষুরী মোদক এই দুই জাতি। ও বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রীতে তাম্বূলিক তৌলিক এই দুই জাতি এই অষ্টের প্রসিদ্ধ নাম গন্ধবাণিয়া কাঁসারি শাঁখারি বারুই নাপিত ময়রা তামলি তিলি এই আট। দেশবিশেষে মোদকের প্রসিদ্ধ নাম কুরি এই অষ্ট জাতির জীবিকা গন্ধদ্রব্য ক্রয়বিক্রয়। তাম্র কাংস্য পিত্তল পাত্র নির্ম্মাণ। শঙ্খ ভূষণ নির্ম্মাণ। তাম্বূলোৎপাদন। ক্ষৌর কর্ম্ম। গুড় দ্রব্যকরণ। তাম্বূল বিক্রয়। গুবাক বিক্রয়। এই আট এবং এই অষ্টপ্রকার বর্ণসঙ্কর অনুলোমজ অর্থাৎ উত্তম পুরুষহইতে অধম স্ত্রীতে জাত। কোন গ্রন্থের মতে এই অষ্টপ্রকার জাতি সঙ্কীর্ণসঙ্কর যেহেতুক অম্বষ্ঠহইতে রাজপুত্রী অর্থাৎ রজপুতের স্ত্রীতে গান্ধিক হয়। গান্ধিকহইতে শাঙ্খিকীতে কাংস্যকার হয়। রাজপুত্রহইতে গান্ধিকীতে শঙ্খকার। মোদকহইতে তৈলিকাতে বারজীবী। কর্ম্মকার হইতে মোদকীতে নাপিত। মালাকারহইতে গান্ধিকীতে মোদক। তৈলিকহইতে কাংস্যকারকন্যাতে তাম্বূলিক। গোপ হইতে কাংস্যকারকন্যাতে তৈলিক উৎপন্ন হয়। এই হেতুক এবং সূতাদি ত্রয়োদশের ও গান্ধিকাদি অষ্টের মধ্যে গোপ তৌলিক তন্ত্রবায় মালাকার মোদক বারজীবী কুম্ভকার কর্ম্মকার নাপিত এই নয়ের শাকসংজ্ঞা। কাহারো মতে তৌলিক ও তৈলিক এই দুই শব্দ এক পর্য্যায় কিন্তু এক জাতি। কেহ বলেন তৌলিক ও তৈলিক এই দুই শব্দে দুই জাতিকে বলে অতএব ঐ দুই শব্দ শব্দতঃ ও অর্থতঃ ভিন্ন। তুলাদণ্ডদ্বারা গুবাক বিক্রয়করণপ্রযুক্ত ও উৎপত্তি স্থানের ভেদপ্রযুক্ত তৌলিক নাম হয়। তিলাদির স্নেহ অর্থাৎ তৈল বিক্রয়কারিত্বপ্রযুক্ত তৈলিক নাম হয় অতএব তৈলিক নবশাকের মধ্যে নয় যেহেতুক নব শাকের মধ্যে তৌলিক গ্রন্থান্তরে গণিত আছে। তৈলিকের প্রসিদ্ধ নাম তেলি। বৃত্তি তৈলবিক্রয়াদি। তেলির যে নব শাকমধ্যে গণনা সে দেশান্তরের ব্যবহার।

আর শাঙ্খিকহইতে কাংস্যকারকন্যাতে মণিকারের জন্ম হয়।

তাহার প্রসিদ্ধ নাম আগর আওলা বাণিয়া। জীবিকামণি মুক্তাদি ক্রয়বিক্রয় ও পরীক্ষা এবং পুণ্ড্রকহইতে চূর্ণকারের স্ত্রীতে বাদর ও তীবর এই দুয়ের উৎপত্তি হয়। বাদরের প্রসিদ্ধ নাম বাদিয়া। বৃত্তি বন্য ঔষধি বিক্রয়াদি। কেহো বলেন তাহার প্রসিদ্ধ নাম বাজীকর। বৃত্তি বাজীকরা। তীবরের প্রসিদ্ধ নাম তিয়র। বৃত্তি মৎস্য বিক্রয়াদি। আর নাপিতকন্যাতে শৌণ্ডিকহইতে পুণ্ড্রক বর্দ্ধক রঙ্গকার কাঁচকার চাক্রিক। এই পঞ্চ জাতি উৎপত্তি হয় পাঁচের প্রসিদ্ধ নাম পোদ বায়তি রংকর কাঁচকর চাকাকর এই পাঁচের বৃত্তি মৎস্য বিক্রয়। বাদ্য। বস্ত্ররঞ্জন অর্থাৎ রাঙান। শকটাদি চক্র নির্ম্মাণ এবং বর্দ্ধক হইতে নটীতে চূর্ণকারের জন্ম তাহার প্রসিদ্ধ নাম চূণারি। বৃত্তি চূণবিক্রয় এবং শূদ্রাগর্ব্ভে গোপহইতে শৌণ্ডিক ও ধীবর মালাকারহইতে নট। ও শাবক মাগধহইতে শেখর ও জালিক এই ছয় জন্মে এই ছয়ের প্রসিদ্ধ নাম শুঁড়ী মালা ন্যাট শাপুড়িয়া শিকারী পাখিমারা। জীবিকা মদ্যোৎপাদন বিক্রয়াদি। মৎস্যাদি হিংসা। নৃত্যাদি। সর্পখেলনাদি। মৃগাদিহিংসা। পক্ষিহিংসা। আর গান্ধিককন্যাতে কৈবর্ত্তহইতে শৌণ্ডিকের ও মৌচিকীতে রজকহইতে নটের উৎপত্তি হয়। ইহাও কোন গ্রন্থে লিখিত আছে এবং অম্বষ্ঠহইতে গণকের জন্ম হয় এবং বৈশ্যাতে দেবলহইতে গণক ও বাদ্যপূরক এই উভয়ের জন্ম হয়। গণক জাতিবিষয়ে এই দুইপ্রকার পুরাণে লিখিত আছে বর্দ্ধকেরি নামান্তর বাদ্যপূরক ও বাদক। শাকদ্বীপহইতে জম্বূদ্বীপেতে গরুড়কর্ত্তৃক আনীত যে ব্রাহ্মণ তাহার নাম দেবল দেবলের জীবিকা শূদ্রাদিপ্রতিষ্ঠিত দেবপ্রতিমাপরিচর্য্যা দেশান্তরে ইহারি নাম শাকলদ্বীপী। বৃত্তি চিকিৎসা গণকের নাম দৈবজ্ঞ। বৃত্তি তিথিবারাদি বিজ্ঞাপন।

এবং বৈশ্যাগর্ব্ভে অম্বষ্ঠের ঔরসে স্বর্ণকার ও স্বর্ণবণিক্। করণের ঔরসে তক্ষা ও রজক। গোপের ঔরসে আভীর ও তৈলকার। স্বর্ণকারের ঔরসে মলেগ্রহি। স্বর্ণবণিকের ঔরসে কুড়ব। তক্ষার ঔরসে চর্ম্মকার। রজকের ঔরসে ঘট্টজীবি। তৈলকারের ঔরসে দোলাবাহী উৎপন্ন হয়। এই একাদশ প্রকার নাম ও বৃত্তি এই একাদশ। সেকরা স্বর্ণ অলঙ্কারাদি নি

র্ম্মাণ। সোণার বেণ্যা স্বর্ণাদিপরীক্ষা। ছুতার কাষ্ঠদ্রব্য নির্ম্মাণ। ধোবা বস্ত্রের মল দূরীকরণ। আহিরি দধিদুগ্ধাদিবিক্রয়। কলু তৈলবিক্রয়াদি। হাড়ি বিষ্ঠাবহনাদি। কোরঙা গোরুর অণ্ডকোষ ছেদন। মুচি চর্ম্মপাদুকাদিনির্ম্মাণ। পাটুনি নৌকাদিদ্বারা নদ্যাদি পারকরণ। দুলিয়া দোলা বহনাদি। এবং প্যালো গোয়ালা ও গড় গোয়ালা আভীরপ্রভেদ এই দুয়ের বৃত্তি দধিদুগ্ধাদিবিক্রয় ও কৃষিকর্ম্ম এই দুই ইহাও কেহ বলেন। এবং কুড়রের প্রসিদ্ধনাম কোড়া। বৃত্তি পুষ্করিণ্যাদি খনন। এবং তেঁতুল্যা বাগিদ ও কুস্তমিট্যা বাগিদ এই দুই দোলাবাহির প্রভেদ যেহেতুক এ দুয়েরো দোলাবহন জীবিকা ইহাও কেহ বলেন। আর তৈলকারহইতে সূত্রধারপত্নীতে স্বর্ণকার ও কাংস্যকারহইতে মণিকারপত্নীতে সুবর্ণজীবিক। ও প্রতিমাঘটকহইতে কাংস্যকারপত্নীতে সূত্রধার। ও মৌচিকহইতে শৌণ্ডিক স্ত্রীতে রজক ও সূত্রধারহইতে স্থপতিকন্যাতে তৈলকার উৎপন্ন হয়। এইরূপ কোন গ্রন্থে লিখিত আছে এবং অন্য কোন গ্রন্থে কৈবর্ত্তকন্যাতে শৌণ্ডিকহইতে মৌচিকের জন্ম লিখিয়া পশ্চাৎ তীয়রহইতে বাদ্যজীবিস্ত্রীতে চর্ম্মকার ও কপালী তুন্দবর ও সবর এই জাতি চতুষ্টয়ের জন্ম লিখিয়াছেন। অতএব মৌচিকের প্রসিদ্ধ নাম মুচি চর্ম্মকারের প্রসিদ্ধ নাম চামার। মুচির বৃত্তি চর্ম্মপাদুকা নির্ম্মাণ। চামারের বৃত্তি চর্ম্মপাদুকাভিন্ন চর্ম্মশিল্প। এই দুয়ের এইরূপে নাম ভেদ ও বৃত্তি ভেদব্যবস্থাপন কোন২ পণ্ডিত করেন।

কপালি স্বনামপ্রসিদ্ধ তাহার বৃত্তি। শণসূত্র বিক্রয়াদি। কুবরের প্রসিদ্ধ নাম ও বৃত্তি দেশান্তরে প্রসিদ্ধ আছে বাঙ্গালা দেশে নাই। কেহ বলেন তাহার প্রসিদ্ধ নাম কোন পশু হিংসা ও বংশনির্ম্মিত পাত্র বিক্রয়। সরবের প্রসিদ্ধ নাম জেলে। বৃত্তি মৎস্যহিংসাদি। কেহ বলেন সরবের প্রসিদ্ধ নাম ব্যাধ। জীবিকা মৃগাদি হিংসা। এবং সরবের নামান্তর নিষাদ। উগ্রকন্যাতে ক্ষত্তাহইতে শ্বপাকের জন্ম হয়। শ্বপাক স্বনাম প্রসিদ্ধ তাহার বৃত্তি শূকরাদি পালন ও হিংসা এবং বিক্রম কেহ বলেন তাহার প্রসিদ্ধ নাম চোওয়াড়। আর মাহিষ্য হইতে করণীতে রথকার উৎপন্ন হয়। রথকার স্বনামপ্রসিদ্ধ

তাহার জীবিকা রথ নির্ম্মাণ। আর নাপিতহইতে ভট্টকন্যাতে কনিপুত্রের। কনিপুত্রহইতে রাজপুত্রীতে পট্টসূত্রের। পট্টসূত্রহইতে মালাকারকন্যাতে স্থপতির। স্থপতিহইতে গান্ধিকীতে শিলাকারের। শিলাকারহইতে গোপিকাতে প্রতিমা ঘটকের জন্ম হয়। এই পাঁচের প্রসিদ্ধ নাম ও বৃত্তি ক্রমেতে এই পাঁচ কোয়ানি পটুয়া রথৈদার শিলাকর ভাস্কর ও গান। পট্টসূত্র বিক্রয়। অট্টালিকা নির্ম্মাণ। প্রস্তরপাত্র নির্ম্মাণ। প্রস্তরপ্রতিমা নির্ম্মাণ। কেহ বলেন কনিপুত্রের প্রসিদ্ধ নাম কান। এবং কনিপুত্রেরি নামান্তর লূষ। আর নটহইতে রজককন্যাতে শৃঙ্গকারের জন্ম হয় তাহার প্রসিদ্ধ নাম হাড়কাটা। বৃত্তি মহিষাদিশৃঙ্গঘটিত পাত্র অলঙ্কারাদি নির্ম্মাণ। আর শৃঙ্গকার হইতে নটীতে গণিগ্রামী উৎপন্ন হয় তাহার প্রসিদ্ধ নাম গাঁড়ার জীবিকা চিপীটকাদি বিক্রয়। এবং আভীরহইতে গোপকন্যাতে বরুড়ের জন্ম হয়। তাহারি নামান্তর বরুথ।

এবং রজকহইতে মৌচিকীতে বরুড়ের জন্ম হয়। তাহাও কোন গ্রন্থকার লিখিয়াছেন তাহার প্রসিদ্ধ নাম ও বৃত্তি দেশান্তরে প্রসিদ্ধ আছে। কেহ বলেন তাহারি প্রসিদ্ধ নাম বাজিকর। বৃত্তি ভোজবাজি করা। আর কেহ বলেন ব্যাধের বৃত্তি বন্য ওষধি বিক্রয়। আর ধীবরহইতে শূদ্রাতে মন্দনামা জাতির উদ্ভব হয়। তাহার প্রসিদ্ধ নাম কান্যকুব্জ দেশে মন্দী তাহার বৃত্তি সেই দেশে প্রসিদ্ধ আছে। কেহ বলেন তাহার প্রসিদ্ধ নাম মেড়ুয়াবাদী। আর পুণ্ড্রকারের ঔরসে রজকীতে কন্দুকারের জন্ম হয়। তাহার প্রসিদ্ধ নাম কোঁদা বৃত্তি তণ্ডুল চনকাদি ভর্জন অর্থাৎ চাউল কলাই ভাজা। আর শবরহইতে কপালিনীতে কুণ্ডলাঙ্ক ধাবক পুলিন্দ মল্ল মল্ল এই পঞ্চ জাতির উৎপত্তি হয়। কুণ্ডলাঙ্কের প্রসিদ্ধ নাম যুগী এই যুগী বৃত্তি ভেদে তিনপ্রকার হয় একের ভিক্ষাবৃত্তি অন্যের আদর্শ অর্থাৎ আয়নাপ্রভৃতি বিক্রয় আর একের বস্ত্র নির্ম্মাণ ও বিক্রয়। এই যুগীর জন্ম নটকহইতে বিপ্রকন্যাতে হয় ইহাও কোন পুরাণে লিখিত আছে। ধাবকের প্রসিদ্ধ নাম ধাউড়্যা। বৃত্তি লিপি বহন। পুলিন্দাদিত্রয়ের প্রসিদ্ধ নাম ও বৃত্তি দেশান্তরে প্রসিদ্ধ আছে। পুলিন্দাদিত্রয়ের নামান্তর হস্তিপক মেধ ভিল্ল এই তি

নের প্রসিদ্ধ নাম মাউৎ মুদ্দরফরাস মগ এই তিন। বৃত্তি বন্য হস্তির আসেধ অর্থাৎ আটক করা ও পালানাদি। মৃত শয্যাদি গ্রহণ। যুদ্ধ পশুহিংসাদি এই তিন। ইহাও কেহ বলেন এবং ধাবকের ঔরসে কুন্দকারকন্যাতে তৈলঙ্গ জাতির জন্ম হয়। তাহার প্রসিদ্ধ নাম আন্ধ্র দেশে প্রসিদ্ধ তেলঙ্গা। বৃত্তি যুদ্ধ এবং রাজপুত্র মণিকার বাদর তীবর পুণ্ডক বর্দ্ধক রঙ্গকার কাচকার চাক্রিক চূর্ণকার কুন্দকার শৌণ্ডিক ধীবর নট শাবক শেখর জালিক গণক স্বর্ণকার স্বর্ণবণিক তক্ষা রজক আভীর তৈলকার মলেগ্রহী কুড়ব চর্ম্মকার ঘট্টজীবি দোলাবাহী কাপালী কুবর শবর শ্বপাক রথকার কনিপুত্র পট্টসূত্র স্থপতি শিলাকার প্রতিমাঘটক শৃঙ্গকার গণিগ্রামী বরুড় মন্দ জাতি কুণ্ডলাঙ্ক ধাবক পুলিন্দ স্বল্প মল্ল তৈলঙ্গ এই ঊনপঞ্চাশৎ।

এবং প্রতিলোমজ প্রকরণে প্রসঙ্গতঃ কথিত যে কিরাত হড্ডিপ কাণ্ড ডোখেথাল এই চতুষ্টয় সঙ্কীর্ণ জাতি এবং গান্ধিকাদি তৈলঙ্গপর্য্যন্তের মধ্যে গান্ধিক কংসকার শঙ্খকার মণিকার সুবর্ণ জীবিক এই পাঁচের বণিক্ সংজ্ঞা। এবং প্রতিলোমজ অনুলোমজ প্রভেদে এই সকল বর্ণসঙ্কর। সংকীর্ণ সঙ্কর আর জাতিসঙ্করের মধ্যে মূর্দ্ধাবসিক্ত অম্বষ্ঠ পারশব মাহিষ্য উগ্রকরণ সূত মালাকার ভট্ট বৈদেহিক মাগধ গোপ ক্ষত্তা কুম্ভকার তন্ত্রবায় কর্ম্মকার দাস আপোগব গান্ধিক কংসকার শঙ্খকার বারজীবি নাপিত মোদক তাম্বূলিক তৌলিক মণিকার রাজপুত্র গণক এই ঊনপঞ্চাশৎ উত্তম। আর সূত্রধার রজক স্বর্ণকার স্বর্ণবণিক আভীর তৈলকার ধীবর শৌণ্ডিক নট শাবক শেখর জালিক কনিপুত্র পট্টসূত্র স্থপতি শিলাকার প্রতিমাঘটক রথকার এই অষ্টাদশ মধ্যম। আর মলেগ্রহী কুড়ব চণ্ডাল শ্বপাক বরুড় চর্ম্মকার ঘট্টজীবি দোলাবাহী মন্দ জাতি শৃঙ্গকার গণিগ্রামী পুণ্ডক বর্দ্ধক রঙ্গকার কাচকার চক্রিক চূর্ণকার কুন্দকার বাদর তীবর কাপালী কুবর শবর কুণ্ডলাঙ্ক ধাবক পুলিন্দ সল্ল মল্ল তৈলঙ্গ কিরাত হড্ডিপ কাণ্ড ডোখেথাল এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ অধম।

এবং ব্রাহ্মণাদির অসবর্ণ ভার্য্যাতে জাত সন্তানেরদের নাম অনুলোমজ এবং ব্রাহ্মণাদি তিনবর্ণের পত্নীতে ক্ষত্রিয়াদি তিন

পুরুষহইতে জাত পুত্রেরদের নাম প্রতিলোমজ আর ক্ষত্রিয়াদি তিনের ভার্য্যাতে ক্ষত্রিয়াদি তিনহইতে জাত বালকেরদের নাম অনুলোমজ প্রভেদ। আর সংকীর্ণ পুরুষ সঙ্কীর্ণ স্ত্রী কিম্বা অসঙ্কীর্ণ পুরুষ অসঙ্কীর্ণ স্ত্রী কিম্বা স্ত্রীপুরুষ দুই সঙ্কীর্ণ ইহারদিগের ব্যভিচার কর্ম্মদোষপ্রযুক্ত জাত যে২ পুত্র সকল তাহারদিগের নাম সঙ্কীর্ণ সঙ্কর। আর বর্ণ শব্দে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রকে কহে। জাতি শব্দে মূর্দ্ধাভিষিক্তাদিকে কহে আর সকল জাতির কোন২ দেশে প্রসিদ্ধনামের ও বৃত্তির ও বৈপরীত্য আছে।

চাণক্য কহিলেন হে ভোজরাজ রাজধর্ম্মবিরুদ্ধকারি বেণ নামক নিন্দিত রাজার অধিকার কালে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তির উপক্রম হয়। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় ছিল বর্ণসঙ্কর হওয়াতে যদ্যপি প্রজাবৃদ্ধি হউক তথাপি লিপিবাহুল্য হয় অতএব বর্ণসঙ্কর শাস্ত্রে গর্হিত হইয়াছে। ইতি প্রবোধ চন্দ্রিকায়াং তৃতীয় স্তবকে ষষ্ঠ কুসুমং।

সমাপ্তা।